জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সমবায় জয়

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও একটি সমবায়ে জয়ী হল তৃণমূল। ইটাহার থানা ফিশারমেন্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে জয়লাভ করে কমিটি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস

ফের নিম্নচাপ

সাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণে, বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। প্রবল বৃষ্টি থাকছে উত্তরের জেলাগুলিতেও

সোমবার ফের মন্ত্রিসভার বৈঠক একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা

ট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে রফতানি ধসে পড়তে চলেছে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮১ ● ১৩ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 81 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 13 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সংসদ ভেঙে দিয়ে হোক এসআইআর

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন অভিষেক

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাহস থাকলে ভেঙে দিক লোকসভা। পদত্যাগ করুন মন্ত্রীরা। তারপর দেশ জুড়ে করা হোক এসআইআর। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দিল্লি যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে এভাবেই কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে তুলোধোনা করলেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও অভিযানে দিল্লি পুলিশের বর্বরতা প্রসঙ্গে বলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে দিল্লি পুলিশ অতি-সক্রিয়তা দেখিয়েছে। বর্বরের মতো মহিলা সাংসদদের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ কমিশনের কাছে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব নেই। তাই পুলিশি আক্রমণ।

কেন এফআইআর নয় প্রাক্তন সিইসি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে

এসআইআর প্রসঙ্গে অভিষেকের সোজাসাপটা কথা, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই ভোটার তালিকায় গন্ডগোল রয়েছে, তাহলে সেই তালিকা মেনে লোকসভায় বা মহারাষ্ট্র-হরিয়ানায় হওয়া বিধানসভা ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পদত্যাগ করুন। প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ বিজেপির মন্ত্রীরা আগে পদত্যাগ করুন, তারপর বিরোধী সাংসদরাও করবেন। বেছে বেছে বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলোতে এসআইআর হবে (এরপর ১০ পাতায়)

শহিদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির রায়

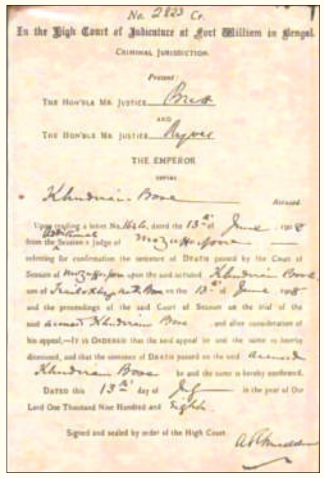

সেই নথি মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শহিদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির রায়ের ঐতিহাসিক নথি পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি খতিয়ে দেখেছেন সেই নথি। এবার সেই নথি মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেবেন তিনি। যেভাবে বিজেপি ক্ষুদিরাম বসুকে ক্ষুদিরাম সিং করেছে তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন বাংলা থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠুক। এই অপমান কেন? বাঙালি কিশোর ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়েছেন, অবাঙালিরা হিন্দি সিনেমা বানিয়ে সেই ক্ষুদিরাম বসুকে ক্ষুদিরাম সিং বলছে! এমনকী তাঁকে পাঞ্জাবের ছেলে হিসেবেও দেখানো হয়েছে! এরই প্রতিবাদ করুক বঙ্গবাসী, চাইছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

বাঙালি দেখলে অপমান, অত্যাচার, হেনস্থা। কেন? স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের অপমান কেন? এটাই যেন বিজেপির প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম আত্মবলিদান দিবসে তাঁকে স্মরণ করে ভাষা-সন্ত্রাসীদের তুলোধোনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি একটি হিন্দি ছবিতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে 'সিং' বলা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কেউ কাঁদবে না

ও ভরাদুপুর
তুমি ঘুমিও না
ও রাত তুমি
তুমি জাগাও না।।

ও দিবস রজনী
চোখ খোলো
ও সকাল
তুমি থেকো ভালো।।

ও গঙ্গা-পদ্মা
তুমি ভেঙো না
ও মেঘনা যমুনা
তুমি রেগো না।।

ও মাটি-মানুষ
তুমি কেঁদো না
ও মা ও মেয়ে
তুমি রেগো না।।

ও কৃষক শ্রমিক
তুমি ভেঙো না
বলো জান দেবো
ধান দেবো না।।

ও ছাত্র ও যুব
দায়িত্ব নাও না
ও নব প্রজন্ম
পথ দেখাও না।।

ও জন্মভূমি
তুমি ডাকো না
তুমি হাসো
কেউ কাঁদবে না।।

'রক্ষাকবচধারী' গদ্দারের কুকথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পুলিশজায়াদের

প্রতিবেদন : রক্ষাকবচধারী গদ্দার অধিকারীর কুকথা শুনেছেন বাংলার মানুষ। রক্ষাকবচকে সামনে রেখে বেপরোয়া আচরণের প্রতিবাদ শুরু হল বাংলায়। মঙ্গলবার পুলিশকর্মীদের স্ত্রীরা প্রতিবাদ শুধু করলেন তাই নয়, গদ্দারের পাঠানো পেটোয়া কিছু সাংবাদিককেও কড়া ভাষায় জবাব দিলেন। এবং তারপর বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করলেন রাজপথে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আবাসিক মহিলাবৃন্দ ভবানীভবন ও বডিগার্ড লাইন্সের প্রতিনিধিরা ছিলেন প্রতিবাদ মিছিলে। শুরুতেই তাঁরা জানিয়ে দেন, বারবার রক্ষাকবচকে সামনে রেখে প্রকাশ্যে কুকথা বলছে গদ্দার অধিকারী। শুধু পুলিশ কর্মীরাই অপমানিত হচ্ছেন তাই নয়, পরিবার-পরিজনও চরম লজ্জার মুখে পড়ছেন। কেন বন্ধ হবে না এসব কথা? গদ্দারের পাঠানো কিছু পেটোয়া পোর্টাল এবং স্থানীয় চ্যানেলের সাংবাদিক সম্মেলন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেন অনুব্রতর প্রশ্ন তুলে। প্রশ্নে হতচকিত না হয়ে তাঁরা সরাসরি বলেন, উনি যা বলেছেন কেউ তা সমর্থন করে না। কিন্তু দল তাঁকে ঘটনার চার ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাইতে বলে। এবং অনুব্রত ক্ষমাও চান। গদ্দার অধিকারী বিগত কয়েক বছর ধরে একের পর কুকথা ছড়াচ্ছেন (এরপর ১০ পাতায়)

কুকথার প্রতিবাদ। পুলিশজায়ারা কলকাতার রাজপথে।

বিজেপি রাজ্যে এটাই আসল চিত্র

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় পৌঁছেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বেত্তিয়ার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। হাসপাতালের অবস্থা এতটাই খারাপ এবং কর্মীরা এতটাই অমানবিক যে মৃতদেহ নিয়ে যেতে স্ট্রেচার না থাকায় সিঁড়ি দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ময়নাতদন্তের ঘরে। ঘটনার ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই প্রবল সমালোচনা। সবচেয়ে

আশ্চর্যের হল, বিজেপি নেতাদের মুখে একটিও শব্দ নেই। মৃতদেহটি রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা বলছেন, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, মাঝে মধ্যেই এই ঘটনা দেখা যায়। মানুষেরও সয়ে গিয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করে না। যেসব বিজেপি নেতা বাংলার হাসপাতালগুলিতে পান থেকে চুন খসলে তারস্বরে চিৎকার করেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা, বিহার নিয়ে কিছু বলবেন না?

তারিখ অভিধান

১৯৬৩ শ্রীদেবী (১৯৬৩-২০১৮)

এদিন তামিলনাড়ুর মীনামপত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম শ্রী আম্মা ইয়াঙ্গার আয়াপান। আজস্র হিট হিন্দি ছবির পাশাপাশি তেলুগু, তামিল, মালায়লম ও কন্নড় ছবিতেও অভিনয় করেছেন। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেতেন। তাঁকে বলা হত এদেশের প্রথম মহিলা সুপারস্টার। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন। ২০১৩-তে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিএনএন-আইবিএন একটি ভোটের আয়োজন করেছিল। সেখানে জনতার রায়ে শ্রীদেবী ‘শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী’ নির্বাচিত হন।

১৮৪৮ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

এদিন কলকাতার রামবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান। প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আইসিএস পাশ করে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হন। দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৮৯৮-তে লখনউ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনিই প্রথম সমগ্র ঋগ্বেদ বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৯২৬ ফিদেল কাস্ত্রো (১৯২৬-২০১৬)

এদিন কিউবার ব্রাইয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিপ্লবী কিউবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৫৯-১৯৭৬, প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত। ১৯৬১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই সেদেশে স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারের পতন হয় এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদী ভাবাদর্শে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

১৯১১ ফুলরেণু গুহ (১৯১১-২০০৬) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। ১৯৬৭-’৬৯ ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭-এ পদ্মভূষণে সম্মানিত হন। ১৯৮৪-তে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। তাঁর লেখা আত্মজীবনীর নাম ‘এলোমেলো মনে এল’।

১৯৬৬ চিনের কম্যুনিস্ট পার্টি ‘বৃহৎ উল্লম্ফনে’র পরিকল্পনা ঘোষণা করে। চেয়ারম্যান মাও ধনতন্ত্রের পথে চলতে ইচ্ছুকদের বর্জন করে যে শুদ্ধীকরণের ডাক দিয়েছিলেন, তারই অঙ্গ ছিল এই পরিকল্পনা। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

১৯৩৬ মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা (১৮৬১-১৯৩৬) এদিন মুম্বইয়ে পরলোক গমন করেন। ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী। ১৯০৭ সালের ২ অগাস্ট তিনি জার্মানির স্টুটগার্টে ‘আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলন’ করেন। সেই সম্মেলনে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের তীব্র সমালোচনা করেন কামা। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন তাঁকে রাশিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান, যদিও কামা সেখানে যেতে পারেননি। ভারতের বাইরে জার্মানির স্টুটগার্টে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তিনি।

১৯৭৭ মলিনা দেবী (১৯১৪-১৯৭৭)

প্রয়াত হন। ৮ বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসাবে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। ১০ বছর বয়সে ‘চাষার মেয়ে’ নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। হিন্দি বাংলা মিলিয়ে প্রায় দুশো ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ’ ও ‘রাণী রাসমণি’ ছবিতে রানি রাসমণির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। উভয় ছবিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে মলিনা-গুরুদাস জুটি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবি : ‘অভিজ্ঞান’, ‘বড়দিদি’, ‘সাত নম্বর বাড়ি’, ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘নিষ্কৃতি’ প্রভৃতি।

১৮৯৯ অ্যালফ্রেড হিচকক (১৮৯৯-১৯৮০) এদিন লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি চলচ্চিত্রের জগতে তাঁকে ‘মাস্টার অফ সাসপেন্স’ বলা হত। ছয় দশকে পঞ্চাশটিরও বেশি ছবি পরিচালনা করেছেন। ছ’বার অস্কার পুরস্কার পেয়েছে তাঁর ছবি। কিন্তু পাঁচ-পাঁচবার মনোনয়ন পাওয়া সত্ত্বেও তিনি একবারও অস্কারের মঞ্চে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পাননি।

১৯১০ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (১৮২০-১৯১০) এদিন লন্ডনে ঘুমের মধ্যেই মারা যান। আধুনিক নার্সিংয়ের তিনিই পথপ্রদর্শিকা। এই সেবাব্রতী নারী ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। রাতে আহত সৈনিকদের দেখাশোনা করার জন্য প্রদীপ হাতে সেনা ছাউনিতে ছাউনিতে ঘুরতেন। সেই সূত্রে তিনি ‘দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প’ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৪৬ এইচ জি ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬) এদিন লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে মারা যান। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। অসংখ্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি লিখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ‘দ্য টাইম মেশিন’, ‘দি ইনভিজিবল ম্যান’, ‘দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন’ ইত্যাদি।

পার্টির কর্মসূচি

■ ২৮-এর সমাবেশের আহ্বানে রাজ্য জুড়ে চলছে প্রস্তুতি। মঙ্গলবার প্রস্তুতি-বৈঠক হল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি রন্তু দাস, রায়গঞ্জ ব্লক ২ সভাপতি ফিরোজ খান, হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি সৈফুল ইসলাম-সহ হেমতাবাদ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭২

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. রাজমহিমা ৪. অফিস, হাসপাতাল প্রভৃতির অনুসন্ধান কক্ষ ৬. অতীত ৭. হাতিদের প্রধান ৯. ঝগড়াঝাঁটি ১২. (আল.) কৈফিয়ত ১৩. পুলিশ ১৪. পাতে দেওয়ার অযোগ্য ভাত।

উপর-নিচ : ১. অনিচ্ছুক ২. ক্ষিপ্র, দ্রুত ৩. আবশ্যকতা ৫. ঢং, ন্যাকামি ৮. চিরজীবনব্যাপী ১০. কয়েকটি পরগনার সমষ্টি ১১. একান্ত পরাভব ১২. ভিড়, হাঙ্গামা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭১ : পাশাপাশি : ১. ঘোড়ারোগ ৩. ছপ্পর ৫. লব ৭. নভেলা ৮. পদার্থ ১০. আতত ১২. ফরসা ১৪. কাজ ১৭. পাটলি ১৮. কমিউন। **উপর-নিচ :** ১. ঘোষাল ২. গহিন ৩. ছয়লাপ ৪. রঙ্গী ৬. বহুত ৯. দারিকা ১১. তফসিলি ১৩. সাত্ত্বিক ১৫. জবান ১৬. ক্ষ্যাপা।

১২ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৬৫	৮৭.২০
ইউরো	১০৩.৫১	১০১.৫৫
পাউন্ড	১১৯.৮১	১১৭.৭৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দিশা পাটনি

■ সারা আলি খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের। মৃত্যু হয়েছে ৬৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের (৭৫)। তাঁর বাড়ির আশপাশে এডিস মশার লার্ভা পেয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করেছে পুরসভা

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' বৈঠকে হাজির হয়ে নির্দেশ

অপরাধ ঠেকাতে জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারাও দায়িত্ব নিন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্যে একের পর এক খুনের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প নিয়ে মুখ্যসচিবের ডাকা জেলাশাসকদের বৈঠকে হঠাৎই হাজির হন তিনি। প্রায় আধঘণ্টা বৈঠকে থেকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রকল্পের প্রচার এবং মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েক দিনে তিনটি খুনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, শুধুমাত্র থানার আইসি বা ওসিদের ওপর আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব দিলে চলবে না, জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদেরও সরাসরি দায়িত্ব নিতে হবে। খুনের মতো গুরুতর অপরাধ ঠেকাতে পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আইসি-ওসিদের পাশাপাশি এসপি ও সিপিদেরও প্রত্যক্ষ

তদারকি করতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। প্রকল্পের প্রচার আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোথায় কোথায় ক্যাম্প হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষকে জানানো, মানুষের সুবিধা হবে এমন জায়গায় ক্যাম্প আয়োজন, মন্ত্রী ও সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে বণ্টন করা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন এবং সমস্যার দ্রুত সমাধানে লোকেশনভিত্তিক নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়া, বহু পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরছেন। তা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে সহায়তা, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু-সহ সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং কর্মশ্রী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই কাজের জন্য বিডিওদেরও সরাসরি দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি। বৈঠকে উপস্থিত জেলাশাসক, এসপি ও সিপিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা— মানুষের সমস্যার সমাধান দ্রুত ও কার্যকরভাবে করতে হবে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে কলকাতা হাইকোর্টের প্রবেশ পথে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক মহিলা। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তৎপর পুলিশকর্মীরা দ্রুত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিষ্ণুপুর থানার পৈলানের তিন বাসিন্দা পূর্ণিমা হালদার, সুতৃষ্ণা সাঁপুই ও বন্দনা নস্কর হাইকোর্টের প্রবেশদ্বার ই-গেটের সামনে জড়ো হন। অভিযোগ, জেরে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন আচমকাই

হাতে থাকা একটি বোতল থেকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢালতে শুরু করেন। গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার জন্যে তাঁরা আগাম প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। স্থানীয় একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনের ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে বিপত্তি। আমগাছিয়া সৃষ্টি সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতির নির্বাচন ছিল সম্প্রতি। ২০১৭ সালের এই সমবায়ের নির্বাচনের প্রকাশিত তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ যায়। এই নিয়ে মামলাও হয় হাইকোর্টে। ডিভিশন বেঞ্চ নতুন করে ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। সেই কারণেই মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। এমনকী চড়া সুদে সমবায় বাজার থেকে টাকা তুললেও সেই টাকা ফেরত দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদেই আত্মহত্যার চেষ্টা।

কাল শুনানি

প্রতিবেদন : রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলপ্রকাশ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রাজ্যের আবেদন গৃহীত হয়েছে। বৃহস্পতিবার হবে আবেদনের শুনানি

মুখ্যসচিবকে তলব নির্বাচন কমিশনের

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা-সংক্রান্ত কাজ নিয়ে কমিশনের অভিযোগের কারণে রাজ্য সরকার পাঁচ আধিকারিক ও কর্মীকে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্তের কথাও জানিয়েছিল।

তৈরি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি

সোমবার রাজ্য সরকার একথা জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে ডেকে পাঠানো হল মুখ্যসচিবকে। বুধবার বিকেল পাঁচটায় সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব যাবেন, নাকি চিঠিতে বিস্তারিত জানাবেন— সেটাই আপাতত আলোচনার বিষয়।
পাঁচ আধিকারিক ও কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য মুখ্যসচিবের নির্দেশে গঠিত হল তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। স্বরাষ্ট্র দফতরের এক সিনিয়র আধিকারিকের নেতৃত্বে এই কমিটি কাজ করবে। মুখ্যসচিব কমিশনকে জানিয়েছেন, রাজ্য পৃথকভাবে অন্তর্বর্তী তদন্ত করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবে। তদন্ত কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

ফুটেজ থাকলে দিন : পুলিশ

প্রতিবেদন : শনিবার বিজেপির কর্মসূচিতে আহত হয়েছিলেন আরজি করের মৃত পড়ুয়ার মা। কিন্তু কীসে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন তার কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। কর্মসূচির দিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ তাঁদের উপর থাকলেও ঘটনার ছবি বা ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে চাপান-উতোরের মাঝে মঙ্গলবার বিকেলে লালবাজার থেকে পুলিশকর্তারা সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, ওই ঘটনার ছবি বা ফুটেজ তাঁদের কাছে নেই। সাংবাদিক-সহ সকলের কাছে তাঁদের আবেদন, থাকলে দিন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জয়েন্ট সিপি (সদর) মিরাজ খালিদ, গোয়েন্দাপ্রধান রূপেশ কুমার এবং ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। মিরাজ জানান, নবান্ন অভিযানের অনুমতি নেওয়া হয়নি। সমাজমাধ্যম থেকে পুলিশ জানতে পারে। হাইকোর্টের নির্দেশে সভা করার বিকল্প জায়গা

■ সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা পুলিশের তিন আধিকারিক।

নির্দিষ্ট করেছিল পুলিশ। আচমকা রুট বদল করা হয়। রানি রাসমণি ছেড়ে চলে যায় অন্যদিকে। মৃত পড়ুয়ার মা আহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। বাবার অভিযোগ নিউ মার্কেট থানা নিয়েছে। তবে ট্রাফিক পুলিশের ক্যামেরা দিয়েও দেখা যায়নি মাকে মারা হচ্ছে। তবুও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। মিছিলে দেখা গিয়েছে ডিসি এসএসডির গার্ডকে রাস্তায় ফেলে মারা হচ্ছে। ৫ জন পুলিশকর্মী আহত হন। ছ'জনকে তলব করা হয়েছে।

আইনি নোটিশ কুণালের

প্রতিবেদন : অকারণ কুৎসা ও অপপ্রচার করায় আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই এ-কথা জানিয়েছেন কুণাল। তিনি লিখেছেন, অভয়ার বাবার প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং সহমর্মিতা জানিয়েও বলছি, আজ ওনাকে আইনজীবীর নোটিশ পাঠিয়েছি। আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী চিঠি পাঠিয়েছেন। আশা করি বৃহস্পতিবারের মধ্যে চিঠি পেয়ে যাবেন। উনি মিডিয়াকে বলেছেন, সিবিআই টাকা খেয়ে তদন্ত নষ্ট করেছে। রাজ্য সরকার টাকা দিয়েছে। কুণাল ঘোষ সিজিওতে সেটল করেছে। ওঁরা যা মুখে আসবে বলে যাবেন, যে যা শেখাবে তাই বলবেন, তা হতে পারে না। উনি ক্ষমা না চাইলে যা বলেছেন, কোর্টে এসে তার প্রমাণ দিতে হবে। অয়ন ওকে চিঠি পাওয়ার পর চারদিন সময় দিয়েছে। তারপর মামলা করব। উল্লেখ্য, দু'দিন আগেই মিডিয়ার সামনে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা কুণাল ঘোষের নামে কুৎসা করেন।

রবিবার দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ

প্রতিবেদন : রবিবার সারাদিন বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু! কোনা এক্সপ্রেসওয়ের এলিভেটেড করিডর প্রকল্পের কাজের জন্য আগামী ১৭ অগাস্ট ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতুতে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এমনকী, শনিবার রাত ৯টা থেকেই ভারী পণ্যবাহী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আগে থেকে সতর্কীকরণের জন্য ওই সময়ের ট্রাফিক মুভমেন্ট নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ। সেতু বন্ধ থাকার সময়ে ছোট গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজ হয়ে এবং পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে নিবেদিতা সেতু ও বিটি রোড হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় পতাকা তৈরিতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি

সংবাদদাতা, হাওড়া : সম্প্রীতির আবহে চলছে জাতীয় পতাকা তৈরির কাজ। হাওড়ার জগাছার উনসানিতে প্রায় ১০০টি পরিবারে এখন দিনরাত এক করে জাতীয় পতাকা তৈরি করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গুজরাত থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সেই পতাকা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে হাওড়ার উনসানিতে এক সরু গলির দু'পাশে এলাকার হিন্দু-মুসলিম উভয় পরিবারের সদস্যদেরই এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। ফি বছরেই ওই এলাকার ছবিটা এমনটাই থাকে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। পতাকা তৈরি করতে করতে ওই এলাকার বাসিন্দা শেখ সরিফুল জানালেন, বিভিন্ন আকৃতির জাতীয় পতাকা তৈরি হয় এখানে। তাই দামও হয়

দেশের সব রাজ্য থেকেই এসেছে বরাত

■ হাওড়ার জগাছায় চলছে পতাকা তৈরির কাজ।

আলাদা-আলাদা। এবছর গুজরাত থেকে বরাত এসেছে বেশি। এছাড়াও দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকেও জাতীয় পতাকা তৈরির অর্ডার এসেছে। রেলপথের পাশাপাশি সড়কপথেও বিভিন্ন রাজ্যে ডেলিভারি দেওয়া হয়। জাতীয় পতাকা তৈরি এই এলাকায় এখন কার্যত কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। কারিগররা বলেন, এই কাজে রাজ্য সরকারও যথেষ্ট সহায়তা করে। কিছু ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও এই কাজ করে। প্রয়োজনে ঋণও মেলে। এর ফলে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ফি বছর জাতীয় পতাকা তৈরির বরাত এখানে বেড়ে চলেছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক চিত্রেরও অনেক উন্নতি হচ্ছে। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এক হয়ে এই পতাকা তৈরির কাজে শামিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

13 August, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কতদিন

৪৮ ঘণ্টা পরেই স্বাধীনতা দিবস। ১১ বছরের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রে শাসন করছে বিজেপি সরকার। এখন সময় এসেছে হিসেব নেওয়ার। একের পর এক এলাকা, রাস্তা, স্টেশনের নাম বদলেছে। লক্ষ্য, ভারতের ইতিহাসকে মুছে ফেলা। তার কারণ, নামের সঙ্গে জুড়ে থাকে এলাকার ইতিহাস। নামের সঙ্গে জুড়ে থাকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের নথি। সেই ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, দেশের সংসদ ভবনও পাল্টে দেওয়া হল হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে। গিনেস বুকে নাম তোলার জন্য বল্লভভাই প্যাটেলের বিরাট মূর্তি তৈরি হল। দেশের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম হল প্রধানমন্ত্রীর নামে। এও এক রেকর্ড। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। উদাহরণের তালিকা বাড়তে পারে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এই পরিবর্তনে দেশের মানুষের লাভ কী হয়েছে? চাকরি নেই। বছরে দু'কোটি কেন, দু'লক্ষ করেও চাকরি হয়নি তা কেন্দ্রীয় সরকারই স্বীকার করছে। দেশের গড় আয় সর্বনিম্ন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ধাক্কা খেয়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের দাম সেই যে ৬০-এর থেকে ১০০ ছুঁলো, আর নামেনি। বিজেপির আমলে সবচেয়ে বেশি কৃষক আন্দোলন, মৃত্যু। শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি দীর্ঘদিন। পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত। ভাষা-সন্ত্রাস চলছে রাজ্যে রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রী এই সময় কম করে ৮২টি দেশ ভ্রমণে গিয়েছেন। কয়েক হাজার কোটি খরচা হয়েছে। সাধারণের ভালটা কবে হবে? লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। কতদিন আর এই 'আচ্ছে' ভারত মানুষকে দেখতে হবে?

e-mail থেকে চিঠি

অস্বচ্ছ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া

দেশের ভোটার তালিকা নিয়ে হাজারো অভিযোগ বিজেপির। একটা স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির অভিপ্রায় ঘোষণা করে ইন্টেনসিভ রিভিশনের কাজে হাত দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিহার রাজ্য থেকে যা শুরু হয়েছে। কিন্তু মাত্র এক মাসে বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা আসনের ইন্টেনসিভ রিভিশনের কাজ শেষ করে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নির্বাচন কমিশনের 'স্বচ্ছতা' নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। এতদিন ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার থাকার কথা শোনা যেত। কমিশনের ইন্টেনসিভ রিভিশনের পর নতুন সংযোজন 'ভুয়ো ঠিকানা'! সেইসঙ্গে হাজার হাজার বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। বিহারের খসড়া তালিকায় এমন তিন লক্ষ ভোটার পাওয়া গিয়েছে যাদের বাড়ির নম্বর (ঠিকানা) ০.০০ বা ০০০! এই '০' নম্বর ঠিকানার বাসিন্দারা বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ছড়িয়ে রয়েছেন বলে অভিযোগ। আবার বিহারের জামুই জেলার চৌডিহা পঞ্চায়েতের আমিন গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ নম্বর বাড়ির ঠিকানায় ভোটারের সংখ্যা ২৩০ জন, জানাচ্ছে খসড়া ভোটার তালিকা। অভিযোগ উঠেছে, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির নামে রাজ্যের বাহাদুরপুর কেন্দ্রের বন্ধ বস্তি গ্রামের ৫৯ জন আসল ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এদের ২০ জন গ্রামেই বসবাস করেন। খসড়া তালিকায় উপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে দু'টি পৃথক এপিক নম্বরের ভোটার কার্ড নাকি রয়েছে। কেন্দ্র দুটি হল বাঁকিপুর ও লক্ষ্মীসরাই। দুটি এপিক কার্ডে বয়স যথাক্রমে ৫৭ এবং ৬০ বছর। উপ মুখ্যমন্ত্রী দু'টি কার্ড থাকার কথা মেনে নিয়েছেন। বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে কমিশন 'ভোট চুরি'কে মদত দিচ্ছে। তড়িঘড়ি ইন্টেনসিভ রিভিশন, ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগের পাহাড়, কমিশনের 'সন্দেহজনক' ভূমিকা, সবটাই গোলমেলে। গণতন্ত্র বিপন্ন। শুধুমাত্র বিজেপি-বিরোধী রাজ্যে কেন, গোটা দেশেই এসআইআর হোক, তাহলেই বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, 'আপনি নির্বাচিত হয়েছেন, আপনার ভোটার লিস্টে গরমিল নেই। অথচ আমি নির্বাচিত হয়েছি, আমার ভোটার লিস্টে গরমিল রয়েছে, এটা তো হতে পারে না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না।'

— সুদক্ষিণা সাহা, যোধপুর পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আবার পথ দেখাচ্ছে বাংলা মা-মাটি-মানুষের পশ্চিমবঙ্গ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তাৎপর্য ও সাফল্য অনেকাংশে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে পরোক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান। সেই প্রতিবেশে পরোক্ষ গণতন্ত্রের ছোঁয়া দেওয়া প্রকল্প চালু হল এ-রাজ্যে। অনতি-আগামীতে বাকি ভারতবর্ষ অনুসরণ করবে সেই পথ। পথরেখা চেনাচ্ছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

ভরা বর্ষাতেই গোটা বাংলা জুড়ে যেন শারদোৎসবের অকালবোধন। দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে ইচ্ছেপূরণের উদযাপন। বঙ্গহৃদয়ের ক্যানভাসে আবারও প্রাপ্তির এক নতুন রং। এ যেন আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির বিভেদ ধুয়ে মুছে সাফ হওয়ার মরশুম। শাসিত এবং শোষিতের মাঝের কাঁচের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেওয়ার চোদ্দতম বর্ষে এসে শাসক ও শাসিতের মিলেমিশে এক হওয়ার দিন। আমজনতাকে আজ আর ব্যালট বাক্সের নীল ছাপে নয়, বরং চেনা যায় তাদের দাবিদাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার এই ধরনের ছকভাঙার সাহস দেখাল পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে গণতন্ত্রকে ভোটসংখ্যার পরিবর্তে মাপা হচ্ছে মনুষ্যত্বের এককে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের জ্বালানিরূপে নিজেকে নিঃশেষিত করে উদ্বায়ী ধোঁয়ার পরিণত হওয়ার চিরাচরিত প্রথায় যবনিকা নামাল এই বাংলাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষই এখন শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পদাধিকারীর পদলেহনের প্রাগৈতিহাসিক প্রতিষ্ঠানকে দুরমুশ করে নিজের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এক ব্যতিক্রমী আলোকবর্তিতার পথে পা বাড়াল বাংলা। এ যেন 'আপনার সরকার, আপনার অধিকার।' বাংলার ভোটারদের ট্যাক্সের টাকা খরচের রুটম্যাপ এবার নির্ধারিত হবে তাদেরই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। সরকার থাকবে কেবল নির্বাক শ্রোতার ভূমিকায়। আমজনতার আজ্ঞাবহ হয়ে বাস্তবায়িত করবে সম্মিলিত জনাদেশ। স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক প্রহসনের কাঁচের খাঁচায় প্রথম আঘাত হেনেছিলেন যে বীরাত্মা, গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণের সাজানো বাংলায় সর্বোত্তম ঝাড়বাতিটাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মাসে আপনার পাড়ায় জ্বালিয়ে দিলেন তিনি-ই 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান।' প্রজাকল্যাণের রথ এবার এগোবে রাজা নয় বরং প্রজার ইচ্ছায়। বিমাতৃসুলভ রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক বৈষম্যকরণের প্রথাগত অভ্যাসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার প্রাপ্য ১.৭৫ লক্ষ কোটি বকেয়া টাকা আটকে রাখার পরও ২০১১ পরবর্তী বাংলার নবজাগরণের মুকুটে গত ২২ জুলাই সংযুক্ত হল আস্থার আরও একটি উজ্জ্বল পালক যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ৮০ হাজারেরও বেশি বুথের প্রতিটিতে দশ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হল সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া মেটানোর জনহিতকর সংকল্পে।

প্রায় ৮০০০ কোটি টাকার রাজসূয় যজ্ঞে পুরোহিতের দায়িত্ব সামলানোর গুরুভার থাকছে মুখ্যমন্ত্রী নয়, বরং আম-আদমির কাঁধেই। সেচ, বিদ্যুৎ, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য, কারিগরি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সহ অতিপ্রয়োজনীয় ১৬টি ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক নির্ধারণ করবে তাদের আঞ্চলিক সমস্যা ও তার আশু সমাধান। ২ অগাস্ট থেকে ৩ নভেম্বর অবধি সময়কালে পাড়ায় পাড়ায় রাজ্য জুড়ে থাকবে সাতাশ হাজারেরও বেশি ক্যাম্প যেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে নিজেদের এলাকার সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করবেন বঙ্গবাসী। সমস্যার গভীরতা মূল্যায়ন করে নভেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে শুরু হবে কাজ এবং বাধ্যতামূলকভাবে সরকার তা শেষ করবে আগামী বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের আগেই।

প্রকল্পের অগ্রগতি ও বরাদ্দ অর্থের ব্যয়কেন্দ্রিক স্বচ্ছতার নিরীক্ষণও এক্ষেত্রে থাকছে জনতার হাতের মুঠোয়। apas.wb.gov.in-এ ক্লিক করলেই মিলবে যাবতীয় আপডেট। নিকাশিক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এলাকা জুড়ে চলবে নর্দমা ঢাকার বন্দোবস্ত, সোক পিট ও কালভার্ট নির্মাণ। টিউবওয়েল, জলের পাইপ, জলের ট্যাঙ্ক ও পানীয় জলের সরবরাহকেন্দ্রিক যাবতীয় সমস্যার সমাধানও থাকছে সরকারের অবশ্য পালনীয় তালিকায়। এলইডি আলো ও সোলার আলোয় মুড়ে ফেলা হবে গোটা বাংলাকে। বাজার এলাকায় শৌচালয় তৈরিকেও ভাবা হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে।

শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তালিকায় স্থান পেয়েছে আইসিডিএস কেন্দ্রের মানোন্নয়নও। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের শৌচালয় ও পানীয় জলের সরবরাহকেন্দ্রিক যাবতীয় অভিযোগের সমাধানে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। এলাকাভিত্তিক পুকুর খনন ও ঘাট বাঁধানোও রয়েছে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনার তালিকায়। প্রতিটি জনবহুল এলাকায় তৈরি হবে ডাস্টবিন। খোলা জায়গায় জনতার সুবিধায় বেঞ্চ, শেড নির্মাণেও দৃঢ়সংকল্প মা-মাটি-মানুষের সরকার। সবজি ও মাছের বাজারগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনাকেও দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্রাধান্য। সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বাংলার প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি করে ছোট কমিউনিটি সেন্টার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবার সময়ের অপেক্ষামাত্র। বাসস্টপে শেডের ব্যবস্থা থেকে অটো/রিকশা স্ট্যান্ড, ফুটপাথ কিংবা ফুটব্রিজ— যাত্রী যাতায়াতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে নির্দ্বিধায় দিন গোনা শুরু করতে পারেন রাজ্যবাসী। এলাকার ছোট পার্কগুলির সার্বিক উন্নতিকল্পে বিশেষ নজরদারির পাশাপাশি বিদ্যুৎ এবং রাস্তা সংক্রান্ত যাবতীয় আক্ষেপও আগামী পাঁচ মাসে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। সবটাই হবে জনতা-জনার্দনের ঐক্যবদ্ধ জনমতের ওপর ভিত্তি করে। বাড়তি পাওনা একই সাথে "দুয়ারে সরকার" প্রকল্প। তাই আগামীর বাংলা সততই যেন "সব পেয়েছির দেশ"।

প্রাপ্য সরকারি সহায়তা আদায়ে জুতোর শুকতলা খোয়ানোর চৌত্রিশ বছরের সিপিএমীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত বাঙালির স্বতন্ত্রতার এই নতুন সূর্যোদয়ের সর্বাধিনায়িকার চিরস্মরণীয় নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদতে জনাদেশে নির্বাচিত হওয়া অনেকটা যেন ঋণগ্রহণের সমতুল্য— যেখানে কোনও এক গ্রীষ্মের দুপুরে জনগণের উপহার দেওয়া ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের ঋণ আগামী পাঁচ বছরে পরিশোধ করতে হয় সেবাব্রতের সুদে-আসলে।

আমজনতাকে গণতন্ত্রের চালিকাশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার এক অকুণ্ঠ সিংহদুয়ার; স্মরণ করিয়ে দিলেন যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ যথার্থই সাধারণতন্ত্রের ভৃত্যমাত্র, জনাদেশের কাঠের পুতুল। কালীঘাটের টালির চালা থেকে উঠে আসা মেয়েটা ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোর পরও ভুলতে পারেনি তার আটপৌরে শিকড়কে। তার রাজধর্মের পুরোটা জুড়েই রয়েছে ন্যায়ধর্মের সার্থক অনুশীলন যেখানে রাজ্য জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্যের চূড়ায় বিরাজ করার পরও নির্দ্বিধায় ক্ষমতার অকুণ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ চলে আমজনতার মধ্যে। স্বৈরাচারিতা প্রতিস্থাপিত হয় সহমর্মিতায়। তাই তো গোটা বাংলা জুড়ে আওয়াজ ওঠে '— তোমায় হৃদমাঝারে রাখিবো, ছেড়ে দেবো না!'

সংখ্যা	বিবরণ	যোগ্য কাজ	সংখ্যা	বিবরণ	যোগ্য কাজ
৯	জনসাধারণের স্থান	* বেঞ্চ * ঢাকা কাঠামো * কমিউনিটি শেড আপগ্রেড	১৩	সবুজের পরিকাঠামো	* মুক্ত ব্যায়ামের জায়গা * গাছের সুরক্ষার জন্য বেড় * হাঁটার পথ/পার্কে বেঞ্চ
১০	বাজার, সামগ্রী বিক্রয় করার জায়গা	* স্টল মেরামত * নিষ্কাশন * প্ল্যাটফর্ম সমতলকরণ * আলোর ব্যবস্থা	১৪	বৈদ্যুতিক কাজ	* পাবলিক ওয়্যারিং * স্কুল, কমিউনিটি হল ইত্যাদিতে বৈদ্যুতিক মেরামত। * ট্রান্সফর্মার প্যাড * অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন * রাস্তার খুঁটি সংযোগ * জনসাধারণের জন্য পাওয়ার ব্যাকাপ
১১	সাংস্কৃতিক বা সামাজিক পরিকাঠামো	*ছোট মঞ্চ* পতাকা উত্তোলনের দন্ড * উৎসবের জন্য ছাদযুক্ত জায়গা* কমিউনিটি সেন্টার	১৫	রাস্তা মেরামত	শেষ মাইল পর্যন্ত সংযোগ নিশ্চিত করতে জোড়াতালি বা আংশিক সহযোগ রাস্তা প্রয়োজনীয় রাস্তা মেরামত
১২	পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি	* ছাউনিযুক্ত বাস স্টপ * অটো/রিকশা স্ট্যান্ড * ফুটপাত এবং যাত্রীবান্ধব র‍্যাম্প* জলাশয়ের উপর ফুটওভার ব্রিজ * পরিগ্রানযান	১৬	অন্যান্য	স্কিমগুলির একটি সংকলন যা অতীতের পর্যায়ে পাড়ার সমাধানে বা জন সাধারণের সদস্যদের কাছ থেকে অন্যান্য পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। সেগুলিও হতে পারে। এছাড়াও প্রাপ্ত অন্য কোন প্রকল্প/স্কিম এই বিকল্প ব্যবহার করে যোগ করা যেতে পারে।

দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের। ২০২০ সালের ঘটনায় হোসেন মোল্লাকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবনের নির্দেশ দেন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

বাংলার বেলায় লবডঙ্কা, নিজেদের ঢাক পেটাতে ৮৪% ব্যয়বৃদ্ধি কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে গেলেই গায়ে জ্বর কেন্দ্রের মোদি সরকারের। অথচ রাশি রাশি টাকা প্রচারে খরচ করছেন প্রচারসর্বস্ব প্রধানমন্ত্রী। নিজেদের ঢাক পেটাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০-২১ সাল থেকে প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় বাড়িয়েছে ৮৪ শতাংশেরও বেশি। অথচ বাংলার গরিব মানুষগুলো যে দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে, তার বেলায় কোনও দৃকপাত নেই। বাংলাকে বঞ্চিতের দলে ফেলে দিয়েছে কেন্দ্র। সব রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে, শুধু বাংলা বাদ। এমনই বিচার বাংলাবিরোধী বিজেপি সরকারের।

তৃণমূল তথ্য ও পরিসংখ্যান সহযোগে তুলে ধরেছে, মিথ্যে প্রচারে রাশি রাশি টাকা নষ্ট করেছে মোদি সরকার। অথচ বাংলার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, কর্মচারীদের বেতন ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের তহবিল ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়েছে। 'প্রচারমন্ত্রী' নরেন্দ্র মোদি বিনা দ্বিধায় করদাতাদের অর্থ উড়িয়ে নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন। সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপনে নিজের মুখ দেখানো চাই। কিন্তু যখন বাংলার বরাদ্দ অর্থ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তখনই তিনি তাঁর সেই মুখমণ্ডল অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন। এই হল প্রচারসর্বস্ব নরেন্দ্র মোদির কীর্তি।

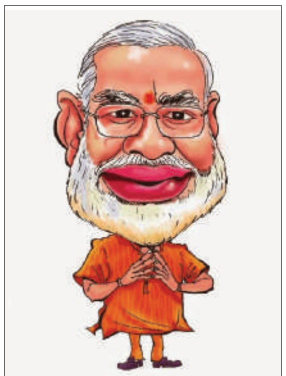

রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সোমবার সংসদে ২০২০-'২১ থেকে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে গত পাঁচ বছরে সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণায় কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বিশদে জানতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে প্রচার ও বিজ্ঞাপনে ব্যয়ের বিবরণ ডিএভিপির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এই বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগান। পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সাংসদ বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককেই এ ব্যাপারে বিশদ পরিসংখ্যান পেশ করতে হবে সংসদে। আমরা ইতিমধ্যেই ওয়েবসাইটে গিয়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিগত চার বছরে কেন্দ্রের মোদি সরকার নিজেদের ঢাক পেটাতে ৮৪ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, কেন্দ্রের সরকার ২০২০-২১ সালে বিজ্ঞাপনের জন্য ৩৪৯.২৪ কোটি টাকা খরচ করেছে, যা ২০২১-'২২ সালে কমে ২৭৪.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ২০২২-'২৩ সালে সরকার বিজ্ঞাপনের জন্য ৩৪৭.৩৮ কোটি টাকা খরচ করে। যা নির্বাচন-পূর্ব ২০২৩-'২৪ সালে বেড়ে ৬৫৬.০৮ কোটি টাকা হয়। ২০২৪-'২৫ সালে প্রচার-জুমলায় ব্যয় করা হয়েছে ৬৪৩.৬৩ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী আদতে প্রচারমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেস সংসদে ২০২০-'২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের অগাস্ট পর্যন্ত মোট ২,৩২০.১৪ কোটি টাকা বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের হিসেব তুলে ধরে মুখোশ খুলে দেন কেন্দ্রের মোদি সরকারের। এই পরিসংখ্যান বলছে, প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে কেন্দ্রের ৬৬টি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক গড় ব্যয় ৪৫৪ কোটি টাকা। অথচ বাংলার প্রাপ্য বকেয়া মেটাতে কেন্দ্রের সরকার অপারগ।

■ বিধাননগর পুরনিগমের পক্ষ থেকে ক্রয় করা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৯টি গাড়ির উদ্বোধনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বোস, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। ছিলেন বিধাননগরের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, ডেপুটি মেয়র এবং বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর ও আধিকারিকগণ। মঙ্গলবার।

লোকগানে সরকারি প্রকল্পের প্রচার

জেলা প্রশাসনের অভিনব উদ্যোগ

প্রতিবেদন : বাংলার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারে লোকশিল্পীদের গানের মাধ্যমে জনগণের আরও কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার মধুসূদন মঞ্চে জেলার ৪০০ জন লোকশিল্পীকে নিয়ে আয়োজিত হয় এক সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকবৃন্দ। যাঁরা সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে লোকশিল্পীদের অবহিত করেন। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোকশিল্পীদের গানের মাধ্যমে মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। একইসঙ্গে জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক 'আমাদের পাড়া আমাদের

সমাধান' কর্মসূচিতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্যও লোকশিল্পীদের গানের মাধ্যমে প্রচার করার কথা বলেন। সমাজকল্যাণ দফতর থেকে কীভাবে আরও সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকল্পে নথিভুক্ত করে সরকারি সুবিধা পাওয়া যায় সে-বিষয়েও অবহিত করেন আধিকারিকরা।

নিম্নচাপ-কাঁটা বুধবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : তেমন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও মঙ্গলের সকালে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজল শহর কলকাতা। তবে শহরের এদিক-ওদিকে দফায় দফায় দু-এক পশলাতেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কাটল না। তবে বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণে, বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কারণ, সাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বুধবার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হবে এবং ক্রমশ তা শক্তিশালী হবে। মঙ্গলবার থেকেই বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। কলকাতা-সহ রাজ্যের দক্ষিণের দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। অন্যদিকে, মঙ্গল ও বুধে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরে।

■ কলকাতা পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাবাজারে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

■ মঙ্গলবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ধান্যকুড়িয়াতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা, ব্লক সভাপতি মিহির ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য ফারহা দিবা।

■ দেগঙ্গা ব্লকের আমুলিয়ায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি-সহ অন্যরা।

■ হুগলির সপ্তগ্রামে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, বাঁশবেড়িয়ার পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী, উপপুরপ্রধান শিল্পী চট্টোপাধ্যায়, পোলবা-দাদপুরের জয়েন্ট বিডিও-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

■ মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা প্রমুখ।

■ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির প্রচারে বিধায়ক সুকান্ত পালের উদ্যোগে হাওড়ার আমতায় 'পাড়া-বৈঠক'। মঙ্গলবার।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন সাটসা'র উদ্যোগে কালচিনির গ্রামে অনুষ্ঠিত হল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে বিপুল সাড়া

দশ দিনে উপস্থিতি ৩০ লক্ষ

প্রতিবেদন : রাজ্যের একেবারে তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প। মাত্র কয়েকদিনেই সরকারের এই নয়া প্রকল্পে রাজ্য জুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে। গত ২ অগাস্ট থেকে বাংলার একদম বুথ স্তরে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের সমস্যা নিয়ে 'আমার পাড়া আমাদের সমাধান'-এর ক্যাম্পে সরকারি আধিকারিকদের কাছে আসছেন। গত দশদিনে সরকারের এই নয়া প্রকল্পে যে বিপুল পরিমাণ সাড়া মিলেছে, মঙ্গলবার সেই সাফল্যের খতিয়ান মানুষের সামনে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্ট, ১২ অগাস্ট বিকেল ৪টে পর্যন্ত ফলাফল অনুযায়ী প্রকল্পে ৮০,৬৮১টি বুথ

কভার করা হবে। আজ পর্যন্ত কভার করা বুথের সংখ্যা ১৪,২৬৫। এই প্রকল্পে মোট ক্যাম্প করা হবে ২৮,৭৫৩টি। তার মধ্যে আজ পর্যন্ত ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫,৪২৮টি। এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে মোট মানুষ এসেছেন ২৯,৫১,১৬৪ জন। প্রতি ক্যাম্পে গড় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫৪৪। এখন পর্যন্ত প্রায়োরিটি ভিত্তিতে প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে ১,৩৬,৪১৫। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ৩০ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই ক্যাম্পে এসেছেন। আমি গর্বিত, বাংলার মানুষ আমাদের এই প্রকল্পেও এরকম আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের যে সকল সরকারি কর্মী ও আধিকারিক দিনরাত পরিশ্রম করে এই প্রকল্পকে এভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে চলেছেন তাঁদেরও আমার অভিনন্দন জানাই।

■ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতিসভা গোবরডাঙা টাউন হলে। রয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, গোবরডাঙার কাউন্সিলর শঙ্কর দত্ত-সহ অন্যরা।

■ হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা প্রমুখ।

পথদুর্ঘটনায় নিহত পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী

সংবাদদাতা, পোলবা : বর্ধমান রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর। গুরুতর আহত এক কারখানার ম্যানেজার। হুগলির সুগন্ধা মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত হন একটি মোটরবাইকে থাকা সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী নির্মল ময়রা। বয়স আনুমানিক ৪০। আরও এক বাইক আরোহী গুরুতর আহত হন। তিনি সুগন্ধা অঞ্চলের একটি কারখানার ম্যানেজার অনুপম কোলে। নির্মল ও অনুপম দুটি মোটরসাইকেলে কামদেবপুর থেকে সুগন্ধা মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কলকাতার দিক থেকে আসা একটি এসইউভি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি একের পর এক মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় গাড়িটি বর্ধমান রোড থেকে ছিটকে কলকাতা রুটের দিকে চলে যায়। গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল যে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ধাক্কার পর গাড়ির যাত্রীরা সবাই পালিয়ে যায়।

প্রতারকের ছেলের সঙ্গে কিসের ঘনিষ্ঠতা বিজেপির রুদ্রনীলের

প্রতিবেদন : প্রতারকের ছেলের(সেও প্রতারক) সঙ্গে বিজেপির রুদ্রনীলের ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে। কিন্তু কেন? এক প্রতারকের সঙ্গে রুদ্রনীলের ছবি কেন? কিসের সম্পর্ক তাদের? ব্যবসার? দেওয়া-নেওয়ার? নাকি অন্য কিছু। কথায় কথায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা রুদ্রনীল কী করছিলেন ওই প্রতারকের সঙ্গে? প্রশ্ন তৃণমূলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় তৃণমূলে থেকে সরকারি দফতরে জাঁকিয়ে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে দলবদলু রুদ্রনীল এখন গেরুয়া পরে চৈতন্য হয়েছে। আর তৃণমুল করলেই সবাই চোর বলে চিল-চিৎকার করছে। তা এহেন ধোয়া তুলসীপাতা রুদ্রনীলের সঙ্গে প্রতারক বিভাসের ছেলে আর এক প্রতারক অর্ঘ্য অধিকারীর ছবি কেন? কিংবা কৈলাস বিজয় বর্গীয় বা তার সঙ্গে কি করছে? এর উত্তর চাইবেন না বঙ্গ বিজেপির তথাকথিত তালেবরা? রুদ্রনীল কী উত্তর দেবেন এই ছবির?

■ বিভাসের ছেলের সঙ্গে বিজেপির রুদ্রনীল ও কৈলাস বিজয় বর্গীয়।

কে এই বিভাস অধিকারী এবং তার ছেলে অর্ঘ্য অধিকারী? বাবা বিভাস অধিকারী মহা প্রতারক। শিক্ষা দুর্নীতিতে এজেন্সির রাডারে। বীরভূমের বাড়িতে তল্লাশি-সহ একাধিকবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি এই গুণধর নয়ডাতে নকল থানা খুলে ধরা পড়েছে সেখানকার পুলিশের হাতে। সঙ্গে ছেলে অর্ঘ্য-সহ আরও কয়েকজন। কলকাতার ফুলবাগানেও নকল থানা খুলেছিল। আরও কীর্তি সামনে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে এই ধরনের মহা প্রতারকদের সঙ্গে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের সম্পর্ক নিয়ে।

■ কুলপি রামকিশোর অঞ্চলে বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। রয়েছেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, কুলপির ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার, যুব সভাপতি শামসুল আলম মীর প্রমুখ।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
মগরাহাট শিবিরে মহকুমা শাসক

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে আধিকারিকদের সশরীরে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো ডায়মন্ড হারবার মহকুমা অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্লকের বুথস্তরে আয়োজিত শিবির ঘুরে পরিদর্শন করলেন মহাকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট ২ ব্লকের ডিহিকলস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মেগা শিবিরে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনারা আপনাদের এলাকার অসুবিধার কথা জানান। আমরা সরকারিভাবে সেই কাজ সমাধান করব। গোটা ডায়মন্ড হারবার জুড়ে প্রায় ১৮০০-র শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের মধ্যে প্রথম এমন প্রকল্প উপহার দিয়েছেন। পাড়ার কাজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। মগরাহাট ২ ব্লকে ১৪ পঞ্চায়েত এলাকায় ২৬৫ বুথের জন্য ৯৮টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিডিও তুহিনশুভ্র মোহান্তি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদ সদস্য অনুপকুমার বৈরাগী, যুগ্মবিডিও সন্দীপ দাস ও সুজয় ঘোষ-সহ অন্য জনপ্রতিনিধিরাও।

■ বক্তা মহকুমা শাসক। ডিহিকলসের শিবিরে।

চাকলা-কচুয়া লোকনাথ মন্দিরগামী রাস্তা সংস্কার

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হল চাকলা লোকনাথ মন্দির চত্বরের রাস্তা সংস্কারের কাজ। জন্মাষ্টমীতে লোকনাথবাবার জন্মদিনে চাকলা ও কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামবে। ভক্তদের যাতায়াতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হল। সোমবার রাস্তার কাজ পরিদর্শন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, দেগঙ্গার ব্লক সভাপতি আনিসুর রহমান প্রমুখ। এদিন দেগঙ্গায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরুর পর নারায়ণ গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন পুণ্যার্থীদের মন্দিরে যেতে যাতে কোনও ধরনের সমস্যা না হয় সেদিকে নজর দিতে। পাশাপাশি রাস্তা সংস্কারের কথাও জানান তিনি। তাঁর নির্দেশমতোই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতির উদ্যোগ নেওয়া হয়। আনিসুর রহমান জানান, জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন লক্ষ লক্ষ ভক্ত চাকলা ও কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে জল ঢালতে যান পায়ে হেঁটে। খারাপ রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটতে ভক্তদের কষ্ট হবে, সেকথা ভেবেই আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা মেরামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজে যাতে কোনও খামতি না থাকে, তারই তদারকি করেন দুই নেতা।

■ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেগঙ্গায় রাস্তা সংস্কারের কাজ পরিদর্শনে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সিএসপির আড়ালে গোপনে চলছিল জাল আধার কার্ড তৈরির বড়সড় চক্র। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ

আমার বাংলা
13 August, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও একটি সমবায়ে জয়ী হল তৃণমূল। ইটাহার থানা ফিশারমেন্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে জয়লাভ করে কমিটি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ১৫ ও ১৬ জুলাই নমিনেশন জমা পড়ে ইটাহার থানা ফিশারমেন্স কো-অপারেটিভে। দলের ১৫ জন সদস্য নাম দাখিল করেন। গত ৩ অগাস্ট ভোটের তারিখ থাকলেও বিরোধী দলের কোনও সদস্য না থাকায় এদিন সোসাইটির সভা হলে ইলেকশন অফিসার দেবব্রত পাল তৃণমূলের ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে কমিটি গঠন করেন। সম্পাদক বাপন দাস, চেয়ারম্যান সন্তোষ দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান হন জোমরুত খান। এদিন তৃণমূলের কমিটি গঠন হতেই সবুজ আবির একে অপরকে মাখিয়ে আনন্দ উৎসবে মিছিল করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক যুব সভাপতি মোজাফফর হোসেন, সভানেত্রী পূজা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, সহসভাপতি মজিবুর রহমান প্রমুখ।

■ সবুজ আবিরে জয় উদযাপন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের।

তৃণমূলে ৩০০

■ তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে বিজেপি ছেড়ে ৩০০ জন যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বিধায়ক খগেশ্বর রায় যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এই যোগদানের ফলে ভাণ্ডাপুর ও আশপাশের এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এবং আগামী দিনে বিজেপির ভিত্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

দেহ উদ্ধার

■ বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল বাংলাদেশে। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গি বর্ডারের জিরো পয়েন্টে দুই দেশে সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের মধ্যে প্রথমে ফ্লাগ মিটিং হয়। এরপর মৃত পড়ুয়ার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকেলে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় ওই পড়ুয়া। বালুরঘাট হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রের নাম কৃতিমান বর্মন (১৮)। বাড়ি বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়দপুরে। নিখোঁজ ছিল ওই ছাত্র, পরে দেহ উদ্ধার হয়।

৫ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

■ মাটিগাড়া পুলিশের সাফল্য। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়ার পরিবহণ নগরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যারা নানান সরঞ্জাম নিয়ে ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল বলে পুলিশের দাবি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা সম্প্রতি এলাকায় ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি অপরাধের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে। আজ ধৃত পাঁচজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

প্রতিবাদে পথে

■ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে পথে নামল নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলাশাসকের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে গণ স্মারকলিপি জমা দেয় সংগঠনটি। শহরের রাসমেলা ময়দান থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এরপরে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিল।

আইনি বকুনি খেয়ে ব্যাকফুটে বিজেপি

প্রতিবেদন : নির্দয়, নির্মম, নির্লজ্জ বিজেপি! আদালতের রক্তচক্ষু দেখেই এখন মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজছে! প্রশাসনিক চাপে পড়ে ও আইনি বকুনি খেয়েই বাংলাদেশে পুশব্যাক করা বাংলার শ্রমিককে এখন গোপনে বাড়ি ফেরানোর তাল করছে কেন্দ্র। কিছুদিন আগেই বিএসএফের সাহায্যে মালদহের পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখকে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে ডবল ইঞ্জিন রাজস্থানের পুলিশ। খবর পাওয়ার পর থেকেই কালিয়াচকের ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আমির শেখের বাবাকে আমরা কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দায়ের করায় সাহায্য করেছি। সেই পিটিশনের ভিত্তিতে রাজস্থান পুলিশের শীর্ষ পদাধিকারী ও এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্ত প্রতিনিধিদের তলব করেছিল হাইকোর্ট। আগামিকাল এই মামলার শুনানি রয়েছে। সামিরুলের আরও বক্তব্য, আমির শেখকে এখন আইনি হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশে ফেরানো সম্ভব নয়। কারণ, বিজেপির পুলিশ ও অপদার্থ বিএসএফের জন্য বাংলাদেশে তাঁর নামে অবৈধ অনুপ্রবেশের মামলা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেআইনি পুশব্যাকের জন্য আইনি ধাক্কা খেয়ে কেন্দ্র এখন পিঠ বাঁচাতে পিছনের দরজা দিয়ে ওই শ্রমিককে দেশে ফেরাতে চাইছে! আমাদের তরফে প্রবল আইনি ও প্রশাসনিক চাপে এখন ব্যাকফুটে বিজেপি সরকার। বাংলার শ্রমিক ও বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিজেপির এই বিদ্বেষের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা বাংলার লড়াই জারি থাকবে।

■ অত্যাচারিত শ্রমিক আমির শেখ।

৫ বছরের কারাদণ্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নাবালিকা নির্যাতনে প্রৌঢ়কে পাঁচবছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করল জলপাইগুড়ির আদালত। ২০২২ সালের এক জঘন্য অপরাধের ঘটনায় আদালতের রায়ে মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত হয় অভিযুক্ত। ২০২২ সালের মে মাসে কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। জানা যায়, কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত হরিমন্দির এলাকায় ৬৫ বছর বয়সী দেবেন্দ্র সরকার নাবালিকাকে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ ওঠে। বিচার প্রক্রিয়ার পর, এদিন আদালত অভিযুক্তকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ মাসের সরল কারাদণ্ড প্রদান করে। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় আমরা সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। এই রায় প্রমাণ করে, অপরাধী যত প্রভাবশালীই হোক, তাকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে নিষেধাজ্ঞা, চলবে না গাড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং : ফের বন্ধ হয়ে গেল বাংলা-সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শুধু ভারী যানবাহনই নয়, সব ধরনের গাড়ি চলাচলের উপরই কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সোমবার রাত ৮টা থেকে কার্যকর হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত। ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাংলা-সিকিম সংযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ১৫ অগাস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই সড়ক দিয়ে কোনও ধরনের গাড়ি চলাচল করা যাবে না। ইতিমধ্যেই প্রবল বর্ষণে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে, যার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক যাতায়াত। বিশেষ করে, জাতীয় সড়কের বড় একটি অংশ ধসে সরাসরি তিস্তার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। বারবার জাতীয় সড়ক বন্ধ হওয়ায় সমস্যার মুখে পড়ছেন সাধারণ যাত্রী-সহ পর্যটকরা। সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তা বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করলেও বিকল্প পথের কোনও কথা বলেনি।

১২ দলের স্বীকৃতি বাতিলের মুখে

প্রতিবেদন : প্রয়াত সুবাস ঘিসিংয়ের প্রতিষ্ঠিত গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এখন প্রশ্নের মুখে। একইভাবে প্রশ্নের মুখে উত্তরবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল অতুল রায়ের প্রতিষ্ঠিত কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি (কেপিপি)-রও সেই অবস্থা। গত ছ'বছর নির্বাচনী কোনও কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়ায় একদা রাজ্য রাজনীতিতে চর্চায় থাকা এই দুই দল-সহ রাজ্যের ১২টি নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত কেন বাতিল করা হবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল নির্বাচন কমিশন। রয়েছে ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি, আম্বেদকরবাদী পার্টি, পার্বত্য প্রজাতান্ত্রিক পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মুসলিম লিগ, নির্যাতিতা সমাজ বিপ্লবী পার্টি-এর মতো নাম। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় থাকার কারণ জানতে এই দলগুলিকে নোটিস পাঠাচ্ছে কমিশন।

সংঘাত এড়িয়ে হাতি সংরক্ষণের উদ্যোগ বন দফতরের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি : বিশ্ব হাতি দিবসে একাধিক উদ্যোগ নিল বন দফতর। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে বন দফতরের তরফে বিশেষ শিবির হয় মঙ্গলবার। জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের খট্টিমারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বন দফতরের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিশেষ সচেতনতা শিবিরে শিশুদের সামনে হাতি সংরক্ষণ ও মানুষ-প্রাণীর সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য জানান, শিশুদের মধ্যেই প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষার সচেতনতা তৈরিতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, শিলিগুড়িতে বন দফতর ও স্যাপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জে ভি, কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে, বনোন্নয়ন নিগমের ডিরেক্টর কুমার বিমল-সহ বিভিন্ন রেঞ্জের বনকর্মীরা। হাতি সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্যের পাশাপাশি পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রেঞ্জের শতাধিক বনকর্মীকে বিশেষভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়, উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি জানান, হাতির সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে বাগডোগরা রেঞ্জে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি শুরু হয়েছে।

■ খট্টিমারিতে বন দফতরের বিশেষ শিবিরে পড়ুয়ারা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 August, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্রের টালবাহানায় তিলপাড়া বাঁধের দুর্দশা, অভিযোগ মানসের

সংবাদদাতা, সিউড়ি : ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া জলাধারের সংস্কারের কাজ খতিয়ে দেখতে এসে সেচমন্ত্রী মানুষ ভুঁইয়া তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। বললেন, ২০১৯ সালে তিলপাড়া জলাধারের স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় সামান্য চিড় ধরা পড়ে। সেই সময়েই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করি সেতুর সংস্কারের। সংস্কার খরচের ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে, বাকি অর্ধেক কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্র জানিয়ে দেয় তারা আর্থিক সাহায্য করতে পারবে না। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিতে লিখি, রাজ্য সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে এই তিলপাড়া জলাধার-সহ রাজ্য সরকারের আওতায় যে যে সেতু রয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা হবে। কেন্দ্র সবুজ সংকেত দিলেই ঋণের জন্য রাজ্য আবেদন করবে। কিন্তু কেন্দ্র টালবাহানা করছে। পাঁচ বছর কেটে গেলেও সবুজ সংকেত দিচ্ছে না। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নেন, রাজ্য কোষাগার থেকেই এই সেতু সংস্কারের কাজ হবে। গত অগাস্টেই মানস সেচ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্য জুড়ে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেন সেতু বা জলাধারগুলোর। তাতেই তিলপাড়া জলাধারের সংস্কারের বিষয়টি উঠে আসে। পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় উপেক্ষায় তিলপাড়া মিহিরলাল ব্যারেজের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়। বর্তমানে সেতুটির বয়স প্রায় ৭৫ বছর। এখন প্রথম লক্ষ্য, দ্রুত জলাধার সংস্কার। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কীভাবে ধরে রাখা যায় তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। গত দু'মাসে প্রবল বর্ষণের ফলে তিলপাড়া জলাধারের একাংশে ফাটল দেখা দেয়। তাই তিলপাড়া সেতু দিয়ে সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফে। কেবল মোটরবাইক, অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়া সেতু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

বাঁধ পরিদর্শনে মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

ভিনরাজ্যে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

সংবাদদাতা, দাসপাড়া : ভিনরাজ্যে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। শ্বশুরবাড়িতে দেহ ফিরতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা। শেষমেশ পুলিশের উপস্থিতিতে দাহ হল গৃহবধূর দেহ। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কলোড়া এলাকায়। কলোড়ার বাসিন্দা অরিজিৎ দলুই স্ত্রী রুনু দলুইকে নিয়ে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে সোনার কাজ করতেন। অরিজিতের কাছেই থাকতেন রুনু। রবিবার গভীর রাতে ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় রুনুর। আজ দাসপুরের কলোড়া এলাকায় গৃহবধূর দেহ বাড়িতে আসতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা। অস্বাভাবিক এই মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কী কারণে গৃহবধূর মৃত্যু, পারিবারিক শত্রুতা নাকি স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য? মৃতার বাপের বাড়ির দাবি, তাঁদের মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে।

মামার বাড়িতে এসে নদীতে তলিয়ে যুবক

সংবাদদাতা, কালনা : মামার বাড়িতে পুজো দেখতে এসে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় পাঁচজন। স্থানীয়দের তৎপরতায় চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও নিখোঁজ একজন। কালনার কোম্পানিডাঙা ঘাটের ঘটনা। উদ্ধার হওয়া চারজনই কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনার মহিষমর্দিনী পুজো উপলক্ষে হাটকালনার শিবাজিনগরে মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে পাঁচ যুবক। এরপর স্নান করতে কোম্পানিডাঙা ঘাটে পাঁচ যুবক নামে। তখনই ঘটে বিপত্তি। নিখোঁজ যুবকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও কালনা থানার পুলিশ। এখনও তার খোঁজ মেলেনি।

শাপলা তুলতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু দুই শিশুর

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়া তাহেরপুর থানার বীরনগরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই শিশুর। আরেকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরনগর পুরসভার অন্তর্গত দিঘিরপাড়ে দুই বালিকা ও এক কিশোরী খেলা করছিল। এমন সময় পুকুরে শাপলা ফুল দেখে উৎসাহিত হয়ে তুলতে যায়। জলে নেমে শাপলা ফুল তোলার আগেই সাঁতার না জানায় গভীর জলে চলে গিয়ে তিনজনেই তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানতে পেরে ছুটে এসে তিনজনকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃত দুই শিশুর নাম রাশি সরকার বয়ন (৯) ও জ্যোতি মণ্ডল (১১)। অন্য ১৫ বছরে কিশোরী দেবিকা মণ্ডল এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আকস্মিক ঘটনায় ভেঙে পড়েছে মৃতের পরিবার।

কন্যাশ্রীর বর্ষপূর্তিতে আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : কন্যাশ্রীর দ্বাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এবং শালবনি ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হল শালবনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস স্টেডিয়ামে। খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলার এডিএম (ডেভ) কেম্পা হোন্নাইয়া, বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতো, শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, মেদিনীপুর সদর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ সিংহ, বিডিও ও অন্য বিশিষ্ট অতিথিরা। জেলার বিভিন্ন ব্লকের কন্যাশ্রী প্রাপক ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। আটটি দল একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শরীর ও সুস্থ মনন চিন্তনের জন্য খেলাধুলাও সমানভাবে জরুরি। তাই রাজ্য সমাজকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের নিয়েও ফুটবল প্রতিযোগিতার এই প্রয়াস। চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে কেশিয়ারি দুধে বুধে ক্লাব বনাম শালবনি নিচু মঞ্জুরী ক্লাব। চূড়ান্ত ফাইনাল খেলায় শালবনি নিচু মঞ্জুরী ক্লাব ১-০ গোলে বিজয়ী হয়েছে। খেলার শেষে জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে বিজয়ী দল সহ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। আগামী দিনে তারা আরও বড় জায়গায় গিয়ে খেলে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিক, এমন আশাও প্রকাশ করেছেন।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

রাস্তাঘাট, পানীয় জল, সব সমস্যাই শুনলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, আসানসোল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হওয়া 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প সারা রাজ্যে নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় বারাবনি বিধানসভায় একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সালানপুর ব্লকের কল্যা পঞ্চায়েতের শিয়াকুলবেড়িয়া কমিনিউটি হলে এবং এথোড়া পঞ্চায়েতের এথোড়া বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত হন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, সালানপুর বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস ও অন্য আধিকারিকরা। কর্মসূচিতে বিধায়ক, বিডিও ও অন্য আধিকারিকরা সাধারণ মানুষের সমস্যা, যেমন রাস্তাঘাট, পানীয় জল, হাইমাস্ট লাইট ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার কথা মন দিয়ে শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। তাছাড়া এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, সালানপুর ব্লক তৃণমূল সহসভাপতি ভোলা সিং প্রমুখ।

বাউল গানে শিবির শুরু

সংবাদদাতা, নদিয়া : জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সিরাজ শেখের উদ্যোগে বাউল গানের মধ্যে দিয়ে নাকাশিপাড়া ব্লকের বীরপুরে সূচনা হল রাজ্য সরকারের নবতম কর্মসূচি 'আমার পাড়া আমার সমাধান'। কর্মসূচিকে সফল করতে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছেন স্থানীয় বিধায়ক কল্লোল খাঁ ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সিরাজ শেখ। কৃষি সেচ কর্মাধ্যক্ষ সিরাজের উদ্যোগে নদিয়ার বীরপুর অঞ্চলে বীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সূচনা হল শিবিরের, বাউল গানের মধ্যে দিয়ে। বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয় এই বাউল গান। জেলার বাউলশিল্পীরা কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই গানে গানে মাতিয়ে তোলেন। এভাবেই বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া হয়। ফিরোজ জানান, বাউল গান নদিয়ার অন্যতম প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা, মূলত লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে একে দেখা হয়। শিবিরে মানুষ প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করছেন, তাঁদের সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। টেবিলে বসে সরকারি আধিকারিক ও পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা সেই সমাধান করতে ব্রতী হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিনব উদ্যোগে মানুষের প্রভূত উপকার হচ্ছে।

কেন্দ্রের বরাদ্দ কমে স্কুলে সমস্যা

প্রতিবেদন: স্কুলের দেওয়াল সাজানোর জন্য বিল্ডিং অ্যাজ এ লার্নিং এড কর্মসূচিতে কেন্দ্র টাকা দেয়। কিন্তু সেই বরাদ্দ কমেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ৫০০ টাকা, উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ১০০০ টাকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ১,৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৩ হাজার টাকা। আগে দেওয়া হতো ৫ হাজার টাকা। এক বছরে কোনও কারণ না দিয়ে এই টাকা বন্ধ করা হয়েছে। সমস্যা স্কুল সৌন্দর্যায়নে।

দেশের প্রথম পাঁচ রাজ্যে বাংলাও

প্রতিবেদন: অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে উঠে এল বাংলা। চলতি আর্থিক বছরে বাংলার শিল্প খাতে বৃদ্ধি হয়েছে ৭.৩%। যা জাতীয় গড় ৬.২ শতাংশের চেয়ে বেশি। মঙ্গলবার সিআইই-এর লজিস-ইস্ট ২০২৫ অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ২০২৫ সালে জানুয়ারিতে জাতীয় বেকারত্বের হার যখন ৭.৯৩% তখন তা পশ্চিমবঙ্গে কমে হয়েছে ৪.১৪%। বাংলা এখন দেশের তৃতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক। প্রাক্তন মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী জানান, এ-বছরই রাজ্য এমএসএই-তে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। ভবিষ্যতে বারাণসী থেকে কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে পণ্য পরিবহণে বিরাট সুবিধা হবে বলে জানান আলোচনাকারীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 August, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৩ অগাস্ট ২০২৫
বুধবার

তেলেঙ্গানায় সোনার দোকানে লুঠে গ্রেফতার হল দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে ভাইওর স্কুলপাড়ার বাসিন্দা মালেক মোল্লা (২৭)। তপন থানা ও তেলেঙ্গানা পুলিশ মিলে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালত ৭ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড দেন

ঝাড়গ্রামে আমাদের পাড়ার তিন শিবিরেই উপচে পড়ল মানুষের ভিড়

পরিষেবার ব্যবস্থা জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী চলমান 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার জেলার সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ বিবেকানন্দ আঞ্চলিক এসটি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিদর্শন করেন জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, থানার ওসি নীলমাধব দোলাই, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ বীরবাহা সরেন টুডু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, ব্লকের বিডিও রোহন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি। অন্যদিকে জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি হাই স্কুলে আয়োজিত আমাদের পাড়া শিবিরেও উপচে পড়া ভিড় ছিল সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষে এই শিবিরে জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী ঝুমুরগানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয়। শিবিরে সব রকমের পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এলাকার মানুষ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, সোলার লাইট বসানো, ড্রেন নির্মাণ, নতুন সোলার সাবমার্সিবল বসানো, আইসিডিএস কেন্দ্র সংস্কার-সহ নানা সমস্যা ও দাবি লিখিতভাবে জমা দেন। এদিন এই শিবিরটিও পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। সঙ্গে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শংকরপ্রসাদ দে, সমাজসেবী অমৃত ঘোষ-সহ অন্যরা। অপরদিকে, মঙ্গলবার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী গ্রাম পঞ্চায়েতের টিকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আরও একটি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। এই শিবিরটিও পরিদর্শন করেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, জয়েন্ট বিডিও সেক মইনুল, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিলু ধবুক-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি। সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে চলছে রাজ্য সরকারের নতুন কর্মসূচি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। শিবিরে পরিষেবা পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ।

■ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত।

মুঝকো পিনা হ্যায় বাজায় তৃণমূলের খোঁচা : বিজেপির রাজনীতি নেশায় চুর!

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ইস্পাত নগরীর নেতাজি ভবনে মঙ্গলবার ছিল বিজেপির কর্মিসভা। তখনও মিঠুন চক্রবর্তী এসে পৌঁছননি অবশ্য। তার আগেই শুরু হয়ে গেল বিতর্ক। কেননা প্রেক্ষাগৃহের স্পিকারে হঠাৎ ফেটে পড়ল চটুল হিন্দি গানের সুর ও কথা : মুঝকো পিনা হ্যায় পিনে দো...। ১৯৯৩-এ রিলিজ হওয়া মিঠুন অভিনীত 'ফুল অউর অঙ্গার' ছবির এই গানটির ওই ছবিতে দৃশ্যায়ন ছিল রাগে, হতাশায় ডুবে নায়কের নেশায় চুর হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে এই গান বাজতেই চড়তে লাগল রাজনৈতিক পারদ। তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, এখন ভোট চাইবার আগে বোতল চাইছে বিজেপি! দল তো আগেই হোঁচট খাচ্ছিল, এবার গান শুনে পুরো দুলে যাবে। তাঁর আরও অভিযোগ, রাজনীতির মঞ্চে মদ্যপানের গান বাজানো মানে মানুষের সমস্যাকে পরিষ্কার উপহাস করা।

স্নাতকোত্তরের ৫ বিষয় বাদ, বিক্ষোভে টিএমসিপি

সংবাদদাতা, আসানসোল : রানিগঞ্জের টিডিবি কলেজে ৫টি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে কলেজ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। টিএমসিপির পতাকা হাতে বিক্ষোভ শামিল হন ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের বক্তব্য, কী কারণে হঠাৎ পাঁচটি সাবজেক্টের উপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট

তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ তা জানাননি। অপরদিকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট তুলে দেওয়ার কথা স্বীকার করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বন্ধ করে দেওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মনখারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ভর্তির সময় কিছু ছাত্র থাকলেও ক্লাস করতে করতে সেগুলি কোথাও দুটো, কোথাও পাঁচটায় এসে দাঁড়ায়। এছাড়া ক্লাস রুমেরও অভাব রয়েছে। রয়েছে টিচার ফ্যাকাল্টির অভাব। তাই এই সিদ্ধান্ত।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ১

সংবাদদাতা, নদিয়া : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার চাপড়া থানার পুলিশ মাজদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মহসিন ওরফে পুরা শেখকে গ্রেফতার করে। বাড়ি চাপড়ার মুসলিমপাড়ায়। তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি গুলি উদ্ধার হয়।

৫০০ লোকশিল্পী নিয়ে কোলাঘাটে সম্মেলন

■ সম্মেলন উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : গ্রামবাংলার লোকশিল্পীদের নিয়ে এবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল লোকশিল্পী সম্মেলন। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের বলাকা মঞ্চে আয়োজিত এই সম্মেলনে ৫০০ লোকশিল্পী অংশ নেন। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্রের আয়োজনে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় আয়োজিত সম্মেলন উদ্বোধন করেন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ কোলে, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুহাসিনী কর, তমলুকের পুরপ্রধান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, পাঁশকুড়ার পুর প্রশাসক নন্দকুমার মিশ্র-সহ অন্যরা।

তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত ২

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে সোমবার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সেকেন্দার খানকে ডিভিসি ক্যানেল পাড়ে গুলি চালিয়ে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। পিঠে ও মাথায় গুলি লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের পরিবারের তরফে নাসিম শেখ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পেতেই নাসিম শেখের দুই ছেলে হাসিম শেখ ও ইব্রাহিম শেখকে গ্রেফতার করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ। তৃণমূলের দাবি, নাসিম সিপিএম-বিজেপির যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছে।

■ নিহত বুথ সভাপতি সেকেন্দার খান।

প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গড়তে পদযাত্রায় প্রশাসনের বার্তা

■ দাসপুরে প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশের জন্য পদযাত্রায় প্রশাসন কর্তারা।

সংবাদদাতা, দাসপুর: মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে সুলতান নগর গোপীগঞ্জ রাজ্য সড়কের সোনাখালি বাজারে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে পথে নামল ভিআরপি কর্মীদের নিয়ে। মিছিলে পা মেলান দাসপুর ২ ব্লকের বিডিও প্রবীরকুমার সিট, জয়েন্ট বিডিও, দাসপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিক্ষা দোলই, জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহরায়-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

■২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ডেবরা ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব ও সমর্থকদের কলকাতার সমাবেশে যাওয়ার ডাক দিয়ে দেওয়াল লিখছেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর।

ডুলুং নদীর তীরে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের বৃক্ষরোপণ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ডুলুং নদীর দুই তীরে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করল গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি। তাদের উদ্যোগে বাগেশ্বর এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার প্রায় ১০০টি গাছের চারা পোঁতা হল ওই এলাকায় ব্লক প্রশাসন পঞ্চায়েত সমিতির তরফে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিংকু পাল এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী। জানা গিয়েছে, ডুলুং নদীর দুই তীরকে ঘিরে হবে সৌন্দর্যায়ন। সেই উদ্দেশ্যেই এদিনের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্থানীয় এলাকার মানুষ সক্রিয়ভাবে এই ব্লকের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরিবেশ রক্ষায় এমন উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁরা খুশি এবং এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তাদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 August, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শিল্পাঞ্চল হলদিয়া পরিদর্শনে মার্কিন কনসাল জেনারেল

সংবাদদাতা, হলদিয়া : শিল্পাঞ্চল হলদিয়ার বাণিজ্যিক এবং শিল্প সংক্রান্ত বিষয় পরিদর্শনে এলেন আমেরিকার কনসাল জেনারেল ক্যাথরিন জাইলস দিয়াজ। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিনি হলদিয়ার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। জানা গিয়েছে, আমেরিকার কনসাল জেনারেল ক্যাথরিন জাইলস দিয়াজ মূলত দু'দিনের শিল্প সফরে হলদিয়া এসেছেন। মঙ্গলবার প্রথমে হলদিয়া বন্দরে এসে উপস্থিত হন তিনি। এরপর সেখানেই বিভিন্ন বার্থ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও জলপথ নিগমের টার্মিনালও ঘুরে দেখেন। তাঁকে গোটা এলাকা ঘুরিয়ে দেখান বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি। কনসাল জেনারেল বলেন, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে হলদিয়ায় এসে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। এদিন বিকেলে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদেও পরিদর্শনে যান তিনি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর, সিইও সুধীর কোন্থাম, অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরি প্রমুখ। চেয়ারম্যান বলেন, উনি মূলত হলদিয়ায় কোন কোন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভব সেগুলি ঘুরে দেখেন। আশা করা হচ্ছে, ওঁর আগমনের ফলে হলদিয়ায় আরও বিনিয়োগ আসবে।

মার্কিন কনসাল জেনারেলকে সংবর্ধনা।

বিপুল টাকা মেরে উধাও

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের কাকরাজিত এলাকায় প্রায় দশটি গ্রামের মানুষের জমানো কোটি কোটি টাকা নিয়ে উধাও রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের মালিক রাজিব মাইতি। কারও পাঁচ লক্ষ, কারও চার লক্ষ, কারওবা ১০ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। কেউ করেছিলেন ফিক্সড ডিপোজিট, কেউ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করেছিলেন। সমস্ত টাকা উধাও। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকরা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় বিষয়টি। ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এলে তাঁদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাঁতন থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অবিলম্বে তাঁদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়।

মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেবেন

(প্রথম পাতার পর)

অপমান করা হচ্ছে কেন? পথিকৃৎ অমর বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ধরেও টানাটানি করবে ভাষা-সন্ত্রাসীরা?

পরাধীন অবিভক্ত ভারতের মুজফফরপুরে ব্রিটিশ বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বোমা ছোঁড়েন অনুশীলন সমিতির কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। সঙ্গে ছিলেন আরেক বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু বিচারপতির বদলে মৃত্যু হয় দুই ব্রিটিশ মহিলার। এরপর ধরা পড়ার মুখে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মঘাতী হন প্রফুল্ল। কিশোর ক্ষুদিরামকে গ্রেফতার করা হয় ৩০ এপ্রিল। বিচারের পর ১৯০৮ সালের ১১ অগাস্ট ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসি দেয় ব্রিটিশ শাসক।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এসেছে সেই সরকারি নথি, যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ বাংলার বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছিল হাইকোর্ট। কী আছে আদালতের এই সরকারি নথিতে? ফোর্ট উইলিয়ামে বেঙ্গল হাইকোর্ট-এর রায়ের কপিতে বলা হয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথ বসুর পুত্র ক্ষুদিরামকে তাঁর অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এ-বিষয়ে সেশন কোর্ট যে ট্রায়াল করেছিল এবং যে রায় দিয়েছিল তা বহাল রেখে আসামি পক্ষের আবেদন খারিজ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে হাইকোর্টের দুই বিচারপতি ১৯০৮ সালের ১৩ জুলাইয়ের রায়ে ক্ষুদিরামের আপিল খারিজ করে ফাঁসির সাজাই বহাল রাখেন।

আমাদের মেদিনীপুরের অদম্য কিশোরকে দেখানো হয়েছে পাঞ্জাবের ছেলে হিসেবে। অসহ্য! আমরা কিন্তু সবসময় দেশপ্রেম ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্মৃতি বিজড়িত মহাবনী ও সংলগ্ন অঞ্চলের আরও বেশি উন্নয়নের জন্য মহাবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করেছি। এছাড়া মহাবনীতে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে পাঠাগার সংস্কার, নতুন একটি সুবিশাল অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম— সবই করা হয়েছে। একটি মুক্তমঞ্চও করা হয়েছে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত হয়েছে আধুনিক কটেজ, ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদিরাম পার্কের পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে। পুরো এলাকাটাকে আলো দিয়ে সাজানোও হয়েছে। শুধু তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুরেই নয়, এই মহান বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনের নামও আমরা ওঁর নামে রেখেছি। আমরা গর্বিত। এবার ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সেই ঐতিহাসিক নথি সংরক্ষিত হবে মিউজিয়ামে।

বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপরে ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচার, নিপীড়ন করা হচ্ছে। জোর করে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর তীব্র প্রতিবাদ করছেন। সেই প্রতিবাদেই শামিল হয়ে মিছিল করলেন মহিলারা মধ্য হাওড়ায় ২৫ নং ওয়ার্ডে কাসুন্দিয়া শিবতলায়।

শ্রাবণী মেলায় রেকর্ড ভিড় সামলাল পুলিশ

সংবাদদাতা, নদিয়া : শ্রাবণী মেলায় এবার রেকর্ড ভক্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও পুরো কাজটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে জেলা পুলিশ। উৎসবের জেলা নদিয়ায় দুর্গা ও কালীপুজোর পাশাপাশি পালিত হয় জগদ্ধাত্রীপুজো ও রাস উৎসব। সেই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবনিবাসে রয়েছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে ভক্তরা আসেন ভোলেবাবার মাথায় জল ঢালতে। এর জন্য প্রথমে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে খালি পায়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি পথ হেঁটে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবদিবস ধামে পৌঁছে শিবের মাথায় জল ঢালেন। মেলায় এবার ১৬০০-র বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, যাতে সুষ্ঠুভাবে ভক্তেরা জল ঢালতে পারেন। অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে প্রচুর সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল।

গদ্দারের কুকথা

(প্রথম পাতার পর)

মিডিয়ার সামনে। একবারও ক্ষমা চেয়েছেন? আরজি করে মৃত পড়ুয়ার মায়ের আঘাত পাওয়া প্রসঙ্গে সালমা সুলতানা বলেন, ঘটনা দুঃখজনক। কিন্তু পুলিশ কেন মারতে যাবে? পুলিশ তো রক্ষাকর্তা। কে মেরেছে? আপনারাই খুঁজে বের করুন। বরং সকলে দেখেছেন পুলিশ কর্মী প্রশান্ত পোদ্দারকে কী নৃশংসভাবে মারা হয়েছে। বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলেই পুলিশ আক্রান্ত হয়। এটা কেন হবে? প্রশ্ন পুলিশজায়াদের। লক্ষণীয় হল, সাংবাদিক সম্মেলনটিকে ভেস্তে দেওয়ার চরম ব্যর্থতার পরে গদ্দার বাহিনীর ব্যর্থতার মুকুটে আর একটি পালক যুক্ত হল।

সংসদ ভেঙে দিয়ে হোক

(প্রথম পাতার পর)

আর যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে গেরুয়া দল সেখানে এই নিয়ম কার্যকরী হবে না, এটা চলতে পারে না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। ক্ষমতা থাকলে লোকসভা ভেঙে দিয়ে সারা দেশ জুড়ে এসআইআর করুক কেন্দ্র, কারও আপত্তি নেই।

বিহার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে 'ভোটচুরি'র পরিকল্পনা করেছে বিজেপি, আর তার তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই এর বিরোধিতায় সরব। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ জানান, যদি ভোটার তালিকায় কোনও গন্ডগোল থাকে তা হলে নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনও বৈধ নয়, কেন্দ্রের সরকারও বৈধ নয়। তাই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন যদি করতেই হয়, তবে আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হোক। বাংলার ভোটার তালিকা ভুল আর গুজরাতের ঠিক, বিহারের ভোটার তালিকা ভুল উত্তরপ্রদেশের ঠিক— এটা চলতে পারে না। এক বছর আগে লোকসভা ভোটের সময়ে এই ভোটার তালিকাতেই ভোট হয়েছে। তখন ভোটার তালিকা ঠিক ছিল। আর এখন ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢুকে গেল? আসলে নির্বাচন কমিশন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে।

অভিষেক বলেন, সোমবার যেভাবে ইন্ডিয়ার সদস্যদের কর্মসূচি আটকাতে অতি-সক্রিয়তা দেখিয়েছে দিল্লি পুলিশ তাতে বোঝা যাচ্ছে কমিশন ও কেন্দ্র ভয় পেয়েছে। আগামী দিনের জন্য ভোটার তালিকা ডিজিটাইজেশন করা হোক। কোনও রাজনৈতিক দল বিএলএ ২-র বিস্তারিত (প্রোফাইল, ঠিকানা বা ছবি) তথ্য কমিশনের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করবে না। এর ফলে খুব সহজেই তথ্য চলে যাবে বিজেপির হাতে। অভিষেকের প্রশ্ন, ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ। কার নেতৃত্বে এই তালিকা তৈরি হয়েছিল? প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তাহলে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ঘাড়ে কেন দায় চাপানো হচ্ছে? কেন তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করবে না কমিশন।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নতুন দিগন্ত 'সম্প্রীতি ভ্রমণ'

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের অংশ হিসেবে জলপাইগুড়িতে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয় 'সম্প্রীতি ভ্রমণ' পর্যটন প্রকল্প। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায়। ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, বিধায়ক খগেশ্বর রায়, বিধায়ক ড. নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ। চারপাশে উৎসবের আমেজে নৃত্য, সঙ্গীত ও ঢোলের তালে অনুষ্ঠান আরও রঙিন হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামলকুমার সরকার জানান, আপাতত প্রতি রবিবার এই ভ্রমণ চালু থাকবে এবং ৯০০ টাকার টিকিটে পর্যটকরা এই ভ্রমণের সুযোগ নিতে পারবেন। অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা থাকায় দূরদূরান্ত থেকেও যাত্রা পরিকল্পনা করা যাবে। চাহিদা বাড়লে ভবিষ্যতে আরও দিন বাড়ানোর কথা ভাবা হবে। খগেশ্বর বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের পর্যটন নতুন দিগন্ত ছুঁয়েছে। 'সম্প্রীতি ভ্রমণ' শুধু বিনোদন নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন। নির্মলের কথায়, এই প্রকল্প পর্যটনশিল্পকে যেমন এগিয়ে নেবে, তেমনি স্থানীয় অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি পর্যটনের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

উদ্বোধনে খগেশ্বর রায়, শামা পারভিন, নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির রাজস্থানে উদয়পুরে নাবালিকার ধর্ষণের প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ রাজপথ। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল পুলিশের গাড়িতে। ভাঙচুর হল এসডিওর গাড়ি এবং পথচলতি বাসেও

দিল্লি মুখরিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানে

প্রতিবাদ ভাষা-সন্ত্রাসের

■ বাংলার অপমানের প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন। সংসদ-চত্বরে।

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ, ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংসদ-চত্বরে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সাংসদরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের। সেই আন্দোলনের রেশ এবার আছড়ে পড়ল দিল্লির বুকে। সংসদের বাইরে রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গেয়ে প্রতিবাদমুখর হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। গলা মেলালেন তৃণমূলের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। আওয়াজ উঠল, মায়ের অপমান মানছি না। মানব না বাংলা ভাষার অপমান। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের বাংলা ভাষাকে যারা অপমান করছে সেই বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। স্লোগান ওঠে, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণও মানব না, মানব না রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি-হেনস্থা।

বাংলায় গোহারা হয়ে বিজেপি বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতে নেমেছে। নিজেদের রাজ্যে চরম হেনস্থা করা হচ্ছে বাঙালি শ্রমিকদের উপর। বাংলায় কথা বললেই নেমে আসছে নির্মম আক্রমণ। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও অনেককে পুশব্যাক পর্যন্ত করা হয়েছে। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে সেইসব বাঙালি-হেনস্থা আর বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবারও প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। বাংলা ভাষার অপমান মানছি না-মানব না স্লোগান তোলেন। সমবেত কণ্ঠে বাংলার রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গেয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হন। দিল্লির সংসদ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলার গানে। উপস্থিত ছিলেন মালা রায়, দোলা সেন, শতাব্দী রায়, জুন মালিয়া, মমতাবালা ঠাকুর, শর্মিলা সরকার, মৌসম বেনজির নুর। ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তি আজাদ-সহ অন্য সাংসদরাও। বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচার ও অপমান নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরু থেকে তীব্র প্রতিবাদ করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনও তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান। জাতীয় সঙ্গীত-জাতীয় স্তোত্রের অপমান, বাংলা ও বাঙালির অপমান নিয়ে স্লোগান-মুখর হয়ে ওঠে সংসদ চত্বর।

দলীয় সাংসদদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অভিষেক

শীতকালীন অধিবেশনেও জারি থাকবে এসআইআর প্রতিবাদ, বার্তা দলনেত্রীর

প্রতিবেদন : ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল সাংসদরা যেভাবে একযোগে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছেন, তার তারিফ করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে ২০ নম্বর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের তৃণমূলের নতুন দলীয় দফতরে মধ্যাহ্নভোজে দলের সাংসদদের সঙ্গে মিলিত হন লোকসভার নতুন দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই ঘরোয়া আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে দলনেত্রীর বার্তা পৌঁছে দেন দলীয় সাংসদদের। সেই সঙ্গে নেত্রীর বার্তা, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেও এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ জারি রাখতে হবে তৃণমূল সাংসদদের। সেসময় অন্য কোনও জোট শরিকরা এসআইআর নিয়ে মুখর না থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেস এই তীব্র প্রতিবাদ জারি রাখবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এখন সংসদের বাইরে ও ভিতরে তৃণমূলের সাংসদরা বেশ ভাল ও ঝাঁঝাল আন্দোলন করছেন। জোট শরিকদের সঙ্গেও ফ্লোর কো-অর্ডিনেশন এবং অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট তালমিল রয়েছে। এই বিষয়টিকে ধরে রাখতে হবে। ভাষাসন্ত্রাস এবং এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন জারি রাখতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সাংসদদের সঠিক সময়ে সংসদে যেতে হবে, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংসদে সময় দিতে হবে। এদিন দলীয় সতীর্থদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজ সারেন অভিষেক। আন্দোলন-কর্মসূচি ইত্যাদির বাইরেও অন্যান্য আরও নানা বিষয়ে ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা করেছেন তিনি। সংসদে কারা নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন কিংবা দিচ্ছেন না বা এখনও পর্যন্ত কারা আসেননি এ-বিষয়ে ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়কে তালিকা জমা দিতে বলেছেন লোকসভার দলনেতা। এদিনের মধ্যাহ্নভোজে অন্য সাংসদদের পাশাপাশি যোগ দিয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মধ্যাহ্নভোজ ও বৈঠক সেরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছন সংসদে।

এসআইআর নিয়ে সার্বিক টিমওয়ার্ক, মন্তব্য ডেরেকের

প্রতিবেদন : সংসদে অসাধারণ টিম-ওয়ার্কের নজির গড়ল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। সোমবার তৃণমূলের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় অভিযানে প্রতিফলিত হয়েছিল যে অনন্য টিমওয়ার্ক, মঙ্গলবার রাজ্যসভায় দেখা গেল সেই একই ছবি। তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানালেন, এসআইআর নিয়ে বলার জন্য তৃণমূল ও আপের দুই দলনেতার জন্য দু'মিনিট করে বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সোমবারের টিমওয়ার্কের সাফল্যের কথা মনে রেখে তৃণমূলের দলনেতা হিসাবে তিনি নিজে এবং আপের দলনেতা সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা বলবেন না। ওই সময়টা তাঁরা বক্তব্য পেশ করার জন্য ছেড়ে দেন রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে। খাড়্গে তাঁর ভাষণে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপি আর কমিশনকে। তাঁর কথায়, এসআইআরের চূড়ান্ত শিকার হচ্ছেন দলিত, আদিবাসী-সহ পিছড়েবর্গের মানুষ। বাংলা-অসম সহ দেশের সর্বত্র এসআইআরের চক্রান্ত চলছে। সেই কারণেই সংসদে আলোচনা চাইছে না বিজেপি।

আর্সেনিক দূষণ নিয়ে উদ্বেগ স্ট্যান্ডিং কমিটির

প্রতিবেদন : আর্সেনিক, ফ্লুরাইড এবং অন্যান্য ভারী ধাতব পদার্থের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে সারা দেশের বেশ কিছু রাজ্যের ভূগর্ভস্থ জল ও পানীয় জলে। এর পরিণতিতে ক্যান্সারের মতো মারণব্যাধি ছাড়াও চর্মরোগ, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে। সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে সংসদের শিক্ষা, নারী, শিশু, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় এই রিপোর্ট পেশও করেছে স্ট্যান্ডিং কমিটি। লক্ষণীয়, এই কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে জলদূষণ রোধ করতে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে স্ট্যান্ডিং কমিটি।

বাংলায় শিল্পায়নের জোয়ার

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় শিল্পায়নের জোয়ার যে সারা দেশের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সংসদে তা স্বীকার করে নিল কেন্দ্র। তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ বাপি হালদারের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা জানিয়েছেন, চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে নথিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ২,৫০,৩৪৩টি। ২০১০ সালে বাম জমানায় এই সংখ্যা ছিল ১,২১,৪৯৬টি। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে রাজ্যে কোম্পানির সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে নতুন ৩৪৬৪টি নতুন সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক লোকসভায় প্রশ্ন অভিষেকের

প্রতিবেদন: তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে সরাসরি জানতে চাইলেন, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ কী? কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে আলোচনা? অভিষেকের প্রশ্নে রীতিমতো অস্বস্তিতে মোদি সরকার।

ভারতের উপরে দুই ধাপে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্পের ট্যারিফ চাপানো নিয়ে উত্তাল দেশ। ধাক্কা লেগেছে শেয়ার বাজারেও। অভিষেকের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের মার্চে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অভিষেকের প্রশ্ন, আমেরিকা ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা কোন পর্যায়ে রয়েছে? কতদিনের মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হতে পারে? কেন্দ্রীয় সরকার কি হিসেব করেছে বস্ত্র, ওষুধ, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ রফতানির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের শুল্ক ভারতের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে? এই শুল্ক আরোপ হওয়ায় ভারতীয় পণ্যগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেতে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ করছে কি?

তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, শুল্ক চাপানোর পরে ভারত কি আমেরিকার কাছে এই বিষয়ে জানিয়েছে? ব্যবসায় যে সমস্যা হবে, সেটা কি জানানো হয়েছে? যদি না জানানো হয়, তাহলে তার কী? এর উত্তরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ জানান, ৭ অগাস্ট থেকে ভারতের রফতানি করা কয়েকটি দ্রব্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ২৭ অগাস্ট থেকে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা রয়েছে। তবে ওষুধ এবং বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়নি। এবছর মার্চেই দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচদফায় আলোচনা হয়েছে।

চাই রিভার কমিশন

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন কেন গঠন করছে না কেন্দ্রীয় সরকার? রাজ্যসভায় তার জবাব চাইলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, রায়ডাক, সঙ্কোশ, তোর্সার মতো ভুটান থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীর জল থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ ও বনাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্যই এই কমিশন জরুরি। কিন্তু সরাসরি না বলে দিচ্ছে কেন্দ্র।

নয়া প্রযুক্তিতে বিপত্তি, চিঠির পাহাড় পোস্ট অফিসে

প্রতিবেদন: অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে চরম বিভ্রাট ডাক পরিষেবায়। নতুন সফটওয়্যার চালু হওয়ার পরেই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে ডাক পরিষেবা। ফলে লক্ষ লক্ষ চিঠি থমকে দাঁড়িয়েছে গন্তব্যে পৌঁছনোর পথেই। এই বিপত্তিকে কেন্দ্র করে শুধু সাধারণ মানুষ নন, অত্যন্ত বিরক্ত ডাক বিভাগের কর্মীদেরও একটা বড় অংশ। লক্ষণীয়, ডাক বিভাগের ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের অধিকাংশ পোস্ট অফিসেই এই নতুন সফটওয়্যার চালু হয়েছে গতবে ৪ অগাস্ট থেকে। কিন্তু তারপরেই অন্তত ৩ দিন ডাক পরিষেবা সম্পূর্ণ থমকে দাঁড়িয়েছিল বলে দাবি করেছেন ডাককর্মীদেরই একাংশ। শুধু চিঠি নয়, কোনও পণ্যও বুক করা হয়নি জিপিও থেকে। কেবলমাত্র চিঠি বা পণ্য পরিষেবাই মুখ থুবড়ে পড়েনি, দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন পেনশনভোগীরাও। মাসের টাকা তুলতে না পেরে সংসার চলবে কী করে, তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বহু পেনশনভোগী।

কলকাতা জিপিওর এক কর্মীর সখেদ মন্তব্য, এত দীর্ঘ সময় ধরে ডাক পরিষেবা কখনও ব্যাহত হয়নি। অথচ নতুন প্রযুক্তির লক্ষ্যই হল, দ্রুত এবং উন্নত পরিষেবা। প্রায় ৭ দিন ধরে কাজকর্মের গতি এভাবে ব্যাহত হওয়ায় ক্ষুব্ধ ডাককর্মীরাও। জিপিও থেকে শুরু করে জিপিও থেকে শুরু করে জেলার পোস্ট অফিস, সাব পোস্ট অফিস সবেতেই একই ছবি-চিঠির পাহাড়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিন্ধু জলচুক্তি কার্যকর করা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্তব্য পাক বিদেশ মন্ত্রকের। তাদের আর্জি, ভারত অবিলম্বে এই চুক্তি স্বাভাবিকভাবে কার্যকর করা শুরু করুক

অবৈধ অভিবাসী ধরপাকড়: ভারতীয় নাগরিক হয়েও বাংলাদেশে বিতাড়ন

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জুলাই মাসের একটি প্রতিবেদন বাংলা ভাষাভাষীদের লাগাতার হেনস্থার উদ্বেগজনক ছবি তুলে ধরেছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের ৭ মে থেকে ১৫ জুনের মধ্যে ১,৫০০-এরও বেশি মুসলিম পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে কোনও সঠিক আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই বাংলাদেশ সীমান্তে জোর করে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী মুসলিমদের সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসী এবং সম্ভাব্য নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করে ধরপাকড় শুরু হয়। এই ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন খাইরুল ইসলাম নামের ৫৩ বছর বয়সি এক ভারতীয় নাগরিক, যিনি অসমের প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক। তিনি জানান, ২৪ মে পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে আটক করে এবং আরও ১৪ জনের সাথে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। তিনি বলেন, এটি ছিল একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমাকে ভারত ও বাংলাদেশের মাঝখানে একটি নো-ম্যানস-ল্যান্ডে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। যখন আমি ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করি, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা রাবার বুলেট ছোঁড়া শুরু করে। পরে তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়রা তাঁর নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দেখালে এক সপ্তাহ পর তিনি ভারতে ফিরতে সক্ষম হন। খাইরুল ইসলাম এই ঘটনাকে নিত্যনৈমিত্তিক হয়রানি হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, একজন বাংলাভাষী মুসলিম হওয়া অসমে আজ অপরাধে পরিণত হয়েছে। আমাদের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র মুসলিম এবং বাংলাভাষী হওয়ার কারণে আমাকে বিদেশি বলা হচ্ছে।

ভারতের অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ১০ কোটি বাংলাভাষী মানুষ বাস করেন, যাঁদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলিম সম্প্রদায়ের। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ধরপাকড়ের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশ ভারতের পরিচয়ের জন্য হুমকি। আমার রাজ্যে মুসলিম অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছি, কারণ এটি ইতিমধ্যে জনসংখ্যার একটি বিপজ্জনক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বেশ কিছু জেলায় হিন্দুরা তাদের নিজেদের জমিতে সংখ্যালঘু হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ডেপুটি এশিয়া ডিরেক্টর মীনাক্ষী গাঙ্গুলি। এই পদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকার অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলা করতে পারে, তবে তা অবশ্যই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে নির্বিচারে বাংলাভাষী মুসলিম শ্রমিকদের আটক করে তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে ধরে নেওয়ার ঘটনা আদৌ মানা যায় না। এই বাঙালি খেদাও অভিযানে অসমে হাজার হাজার পরিবারকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। শাজি আলি নামের এক ব্যক্তি, যিনি গোলাঘাট জেলায় উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন, তাঁর অভিযোগ, আমি এখানে জন্মেছি। আমার বাবা ৪০ বছরেরও বেশি আগে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। আগের সরকারই আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছিল। আমাদের এখানে সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা, বৈধ পরিচয়পত্র আছে। তাহলে আমরা কীভাবে দখলদার হলাম? বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের বাংলাভাষী মুসলিম পরিচয়ই সমস্যা। অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি মিনাতুল ইসলাম মনে করেন, এই ধরপাকড়ের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি বলেন, আজ এই রাজ্যে একটি অমানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বাংলাভাষী মুসলিমরা চরম ভয়ে বাস করছে। এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল এবং এই পদ্ধতিতে অসমের বিজেপি সরকার ২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই উচ্ছেদ তারই একটি অংশ। তিনি আরও বলেন, এটা পরিষ্কার যে অসমে কোনও বাংলাদেশি নেই। রাজ্য সরকার যা করছে তা কোনওভাবেই স্বাস্থ্যকর নয়, এটি কেবল রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের জন্য মুসলিমদের টার্গেট করার অপচেষ্টা।

বিজেপি রাজ্যে আতঙ্কে বাংলাভাষী মুসলিমরা

চারমাস আগেই নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী!

প্রতিবেদন : বিস্ময়কর। মাত্র মাস চারেক আগেই নিজের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন ২৮ বছরের সাংবাদিক আনাস আল শরিফ। রেখে যান বিদায়বার্তা। ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে রবিবার আল জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরিফের মৃত্যুর পর তাঁর বলে যাওয়া শেষ কথাগুলি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এও কি সম্ভব? ইজরায়েলি সেনার হামলায় তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা কীভাবে এতদিন আগে আন্দাজ করেছিলেন আনাস?

নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য পশ্চিম এশিয়ায় পরিচিত এবং জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠেছিলেন আনাস আল-শরিফ। বরাবরই স্পষ্টবক্তা এই সাংবাদিক তাঁর কাজের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের অধিকারের কথা বলতেন। আল জাজিরার হয়ে উত্তর গাজা থেকে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। রবিবার গাজা সিটির আল-সিফা হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের একটি তাঁবু লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। তাতেই আনাস-সহ পাঁচ সাংবাদিকের মৃত্যু হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগেও গাজায় ইজরায়েলি হামলা এবং বোমাবর্ষণের খবর জানিয়ে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর আসতেই শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হল আনাসের বিদায়বার্তা। এতেই শোরগোল পড়ে গেছে। কারণ মেসেজটি চারমাস আগে নিজেই লিখেছিলেন তিনি। তাহলে কি ইজরায়েলি সেনার হামলায় নিজের মৃত্যুর আভাস এপ্রিলেই পেয়ে গেছিলেন? শেষ মেসেজে নিজের পরিবারের কথা বলার পাশাপাশি প্যালেস্টাইনের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন আনাস। লিখেছেন, এটা আমার শেষ বার্তা। যদি এটা তোমাদের কাছে পৌঁছয়, জেনো আমাকে মারতে সফল হয়েছে ইজরায়েল। আমার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। তোমরা শান্তিতে থাকো। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আসকালানে আমার পরিবার রয়েছে। প্রিয়জনেরা রয়েছেন। আশা করেছিলাম, তাঁদের কাছে ফিরতে পারব। ঈশ্বর আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখবেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। অনেক যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছি। কিন্তু কখনও সত্যের পথ থেকে সরে আসিনি। আমার পুত্র সালাহকে রেখে গেলাম। আশা করি, ও আমার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওকে বড় হতে দেখতে পারলাম না। আমার মাকে রেখে গেলাম। আমি যেখানে যাই, মায়ের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকে। আর রেখে গেলাম আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে। এই যুদ্ধ বহুদিন আমাদের আলাদা করে রেখেছে। ঈশ্বর আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন। গাজাকে আপনারা ভুলবেন না। আমাকে মনে রাখবেন।

বাংলাভাষীদের হেনস্থা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও

প্রতিবেদন : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের লাগাতার হেনস্থার ঘটনা এবার উঠে এল আন্তজাতিক সংবাদ প্রতিবেদনেও। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ ভারতের এই পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, অভিবাসীদের আটক ও বিতাড়নের নামে দেশের সর্বত্র বাংলাভাষী মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে। ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে এই আক্রমণ অভূতপূর্ব। জাতীয় সুরক্ষার ঝুঁকির নাম করে বিনা কারণে বিপুল সাধারণ মানুষকে হেনস্থার মুখে ফেলা হচ্ছে। ভাষা ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন করে দেশ জুড়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের ঘটনা উল্লেখ করে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গরিব পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করে এই ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছে রাষ্ট্রশক্তি। দিল্লির বস্তি এলাকা থেকে গুজরাত, অসম, হরিয়ানা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র-সহ মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশি সন্দেহে বিনা প্রমাণে বাংলাভাষীদের হেনস্থা চলছে। এই আক্রান্তদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বাংলাভাষী মুসলিম। যারা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এদেশে থাকেন এবং বাংলায় কথা বলেন। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই তাদের আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত এপ্রিলে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রচার চলছে এবং ভাষার ভিত্তিতে তাদের দেশছাড়া করার চক্রান্ত হচ্ছে। ঠিক কত বাংলাভাষীকে এ-পর্যন্ত ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, সেই সংখ্যা এখনও অস্পষ্ট। তবে বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছে, মে থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২০০০ জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে। রোহিঙ্গা অথবা বাংলাদেশি মুসলিম বলে দাগিয়ে দিয়ে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। গুজরাতে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার, কাশ্মীরে ২ হাজার এবং রাজস্থানে প্রায় ২৫০ মানুষকে এই সময়ের মধ্যে আটক করা হয়েছে। রাজস্থানে মে মাসে বাংলাভাষীদের রাখার জন্য তিনটে আলাদা ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা ও বিতাড়ন করে দেশ জুড়ে এই ভয়ের পরিবেশ জিইয়ে রাখা হচ্ছে বলে দাবি আন্তজাতিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে।

আধার নয়

■ নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকেই মান্যতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। এই নথির ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আলাদা করে যাচাই দরকার।

দেশের রফতানির উপর বড় আঘাত ট্রাম্পের শুল্কনীতি, সরব তৃণমূল

প্রতিবেদন : দেশের রফতানিক্ষেত্রের বেহাল দশা তুলে ধরল তৃণমূল। ভারতীয় সামগ্রীর উপর আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর প্রভাবে ভারতের গোটা রফতানি শিল্পই ভেঙে পড়ার মুখে। বিশ্বের বড় দেশগুলির মধ্যে একটি দেশে যেখানে সবথেকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য রফতানি করে ভারত, সেটা আমেরিকা। শুল্ক বাড়ানোয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবসায় প্রতিযোগিতা যেমন আরও বাড়বে, তেমনই কার্যত একটি বাজার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলার শাসকদলের অভিযোগ, ট্রাম্প-মোদি বন্ধুত্ববিচ্ছেদের জেরে ভারতের রফতানি শিল্পই মুখ থুবড়ে পড়বে।

ভারতের বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তুলে ধরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, গয়না শিল্প থেকে অটোমোবাইল সেক্টর এই শুল্কের প্রভাবে ধসে পড়বে। আমেরিকার চাপে ভারতকে রাশিয়ার সস্তার তেল কেনা থেকে সরে আসতে হবে। সেই চাপের মুখে এখনও পর্যন্ত রফতানি নির্ভর শিল্পে ব্যাপক ধাক্কা লেগেছে। বাজার কোন দিকে প্রবাহিত হবে, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রভাব পড়বে তার হিসাব তুলে ধরা হয়।

ভারতের গয়না শিল্প ক্ষতির মুখে পড়বে, বিশেষত রত্নখচিত গয়না। কারণ ভারত থেকে এই শিল্পকলা নিয়ে জাহাজ যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। স্বল্প লাভের মুখে থাকা চামড়া শিল্পজাত ও বস্ত্র শিল্প এই শুল্কের কারণে দমবন্ধ অবস্থায় পড়বে। ভারতের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ৩০ শতাংশ রফতানি আমেরিকায় হয়। শুল্কের কারণে সেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ও ওষুধে ভারত ১৭ শতাংশ লোকসানে পড়তে চলেছে। বড় ধাক্কা ভারতের অটোমোবাইল শিল্পে। ৬১ হাজার কোটির লোকসানের সম্ভাবনা শুল্কের ব্যথা পৌঁছবে চা-শিল্পে। এই শিল্প ২০০ কোটি টাকার ধাক্কা খাবে। গোটা দেশের সামুদ্রিক খাদ্যশিল্প ২৪ হাজার কোটির ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে।

বৃষ্টির সময় রাস্তার খাবার-খাওয়া এড়িয়ে চলুন। কারণ এই ধরনের খাবার খেলে খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা হতে পারে। যতটা সম্ভব বাড়ির খাবার খান

স্টেথোস্কোপ

বর্ষার অসুখ বিসুখ

বর্ষার আবহাওয়া মানেই অনেক রোগের বাড়বাড়ন্ত। সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, জন্ডিস— কত কী! বর্ষাকালের বিভিন্ন অসুখবিসুখ নিয়ে আলোচনায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জেরিয়াট্রি মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অরুণাংশু তালুকদার। শুনলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

রোগ কখনও এমনি হয় না। রোগের বাহক হয় ভাইরাস না-হয় ব্যাকটেরিয়া আর না-হয় পতঙ্গবাহিত। পতঙ্গ অর্থাৎ মশা-মাছি ইত্যাদি থেকে হয়। আর বর্ষাকাল হল এই প্রতিটা কারণের জন্য আদর্শ সময় যাকে বলে। মূলত গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় রোগের প্রকোপ বাড়ে। বর্ষায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকেই বংশবিস্তার করে আর এমনটা করে বলেই আমাদের শরীর আক্রান্ত হয়। তাই তুলনামূলকভাবে দেখা যায় শীতে রোগের প্রকোপ কম হয়।

বর্ষার রোগবাদ্যি

বর্ষায় মশাবাহিত রোগ মানেই ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গি। এরপর যে রোগটি খুব হয় সেটা সর্দিগর্মি জ্বর। এটাকে আমরা বলি ইনফ্লুয়েঞ্জা আবার কেউ কেউ বলেন ভাইরাল ফিভার। আবহাওয়ার তারতম্যে কখনও প্রবল গরম, ঘাম, কখনও ঠান্ডা অর্থাৎ সর্দিগর্মি থেকে যেটা হয়। এরপরেই বর্ষায় যে রোগটা হয় সেটা জলবাহিত রোগ। বন্যা বা অতিবৃষ্টিতে অনেক সময় নোংরা জল ভাল জলের সঙ্গে মিশে যায় বা ম্যানহোল খুলে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। জলের থেকে দেখা দেয় ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি এবং হেপাটাইটিস। বর্ষাকাল এবং বর্ষা এই ভ্যাপসা গরমের সন্ধিক্ষণ পর্বে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। কাজেই রোগ হলে চিকিৎসা তো করতেই হবে কিন্তু এর জন্য জরুরি উপসর্গ বুঝে আগাম সতর্কতা।

উপসর্গ

- ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গি দুটোই মশার কামড় থেকে হয়। বর্ষায় যার প্রকোপ অনেকটা বাড়ে। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যে উপসর্গগুলো থাকে সেগুলো হল খুব কাঁপুনি দিয়ে জ্বর তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে যায়। দিনে একবার বা দুবার জ্বর আসতে পারে।
- ডেঙ্গির জ্বর খুব বেশি হয়, উচ্চমাত্রার, সারাদিন জ্বর থাকে। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয় এবং গা-হাত-পায়ে এতটাই যন্ত্রণা হয় যে মনে হবে কেউ খুব জোরে পিটিয়েছে। এর সঙ্গে গায়ে লাল লাল রক্তের ছোপের মতো হয়। রক্ত ভিতরে ভিতরে বেরতে পারে। এটা সবার ক্ষেত্রে না হলেও কমবেশি হয়। বেঁহুশ হয়ে যেতে পারে। বেঁহুশ হয়ে যাওয়াটা ডেঙ্গির খুব সিভিয়র স্টেজে হয়।
- ভাইরাল জ্বরের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে জ্বর আসে, খুব শীত করে, সর্দি-কাশি, গলায় প্রচণ্ড ব্যথা, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হওয়া, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক ধরনের ভাইরাস থেকে এই জ্বরটা আসতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রোটা ভাইরাস, কোভিড ভাইরাস সব ভাইরাসের ক্ষেত্রেই নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, চোখ চুলকানো, গলা ধরে যাওয়া— এগুলো তিন থেকে চারদিন চলতেই থাকে এবং এটা খুব সংক্রামক। অর্থাৎ একজনের থেকে আর একজনে ছড়ায়। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে পাশে যে রয়েছে তার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
- জলবাহিত রোগ অর্থাৎ দূষিত জল যদি কোনওভাবে পানীয় জলের সঙ্গে মিশে যায় তখন যে ধরনের রোগ হয় যেমন— ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি, জন্ডিস অর্থাৎ হেপাটাইটিস এ, ই। ডায়ারিয়ার লক্ষণ হল হঠাৎ অল্প জ্বর, পেটে ব্যথা, বারবার মলত্যাগ, বমি-বমি ভাব বা বমি-হওয়া।
- ডিসেন্ট্রির ক্ষেত্রে পেটে মোচড় দিয়ে ব্যথা প্রচণ্ড বেশি হয় এবং মলের সঙ্গে রক্ত বেরয়। ক্র্যাম্প ধরে থাকে। আমাশার মতো একটা লক্ষণ থাকবে, মলের বেগ আসবে কিন্তু সবসময় হবে না।
- জন্ডিসের লক্ষণ হল প্রথমদিকে একটু গা-হাত-পা ব্যথা হয়, জ্বর-জ্বর ভাব, তারপর চোখটা হলদেটে দেখায়, বমি-বমি ভাব, পেটে হালকা ব্যথা, ইউরিন হলুদ হয়, ভীষণ দুর্বলতা, খাবারে খুব অরুচি।

সতর্কতা

- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির ক্ষেত্রে রাতে মশারি টাঙিয়ে শোওয়া উচিত। বাড়ির আশপাশে বিশেষ করে বর্ষাকালে জল জমতে না দেওয়া। বাড়ির ভিতরেও একভাবে রাখা রয়েছে এমন জমা জল ফেলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে। তবেই মশা বংশবিস্তার করতে পারবে না।
- ভাইরাল জ্বরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সতর্কতা হল মুখে মাস্ক পরে থাকা। যার হয়েছে সেও পরবে আর যার হয়নি অথচ তিনি সেই ভাইরাল জ্বরের রোগীর আশপাশেই রয়েছেন তাঁকেও মাস্ক পরতে হবে। ছোট বাচ্চা হোক বা বয়স্ক মানুষ, দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে বা ডায়াবেটিসের রোগী তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে ভীষণ রকম। বাড়িতে বড়দের হলে বাচ্চাদের দূরে রাখতে হবে। ছোটদের হলে তাদের স্কুলে না পাঠানোই ভাল কারণ স্কুলে অন্য শিশুদের মধ্যে দ্রুত সংক্রমণ হবে। বাইরে বেরলে ফুলহাতা বা গা-ঢাকা জামা পরে বেরনো উচিত। ছোটদের বিকেলে খেলার মাঠে নিয়ে গেলে গা-ঢাকা জামাকাপড় পরানো দরকার। সজাগ থাকুন।
- জলবাহিত রোগের ক্ষেত্রে জল একমাত্র দায়ী তাই যে জল বাড়িতে খাচ্ছেন তা বিশুদ্ধতার মাপকাঠি মেনে খান যদি না পারেন জল ফুটিয়ে খান বিশেষ করে বর্ষাকালে। রান্না, খাওয়াদাওয়া করার আগে হাত খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। বাইরে থেকে ফিরে হাত ধোয়া অভ্যেস করা খুব জরুরি।
- বাড়ির খাবার এবং রান্নার জলে সরাসরি হাত না ছোঁয়ানোই ভাল। বাইরে যেখানে-সেখানে জল না খেয়ে সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে বেরবেন। কোনও খাবার খাওয়ার আগে ভাল করে হাত ধুয়ে খান। ওয়াটার পিউরিফায়ার থাকলে তার ফিল্টার সময় সময় চেক করে নেওয়া জরুরি কারণ, ওর মধ্যে থেকেও ভাইরাস আসতে পারে। যদি জ্বরজারি বা পেটখারাপের বাড়াবাড়ি হয় তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ সঠিক সময় চিকিৎসা না হলে সিভিয়ার হয়ে যেতে পারে।

১৪
১৩ অগাস্ট ২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

13 August, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে আল নাসেরে রোনাল্ডোর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন কিংসলে কোম্যান

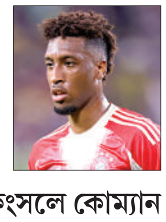

জয়ী সিনার

■ **সিনসিনাটি** : সিনসিনাটি ওপেনের শেষ ষোলোয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা দ্বিতীয় রাউন্ডে কানাডার গ্যাব্রিয়েল ডিয়ালোকে ৬-২, ৭-৬ (৮/৬) স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন। প্রথম সেটে সহজ জয় পেলেও, দ্বিতীয় সেটে লড়তে হয়েছে সিনারকে। ডিয়ালো সেট টাইব্রেকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেদের সিঙ্গলসের শেষ ষোলোয় পৌঁছেছেন টেলর ফ্রিটজও। তিনি প্রতিপক্ষ লোরেঞ্জো সোনেগোকে ৭-৬ (৭/৪), ৭-৫ সেটে হারিয়েছেন। মেয়েদের সিঙ্গলসে ম্যাডিসন কিজ সহজ জয় পেলেও, ছিটকে গিয়েছেন টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই তথা উইম্বলডনের ফাইনালিস্ট আমান্ডা আনিসিমোভা।

তিনে গুকেশ

■ **সেন্ট লুইস** : প্রথম রাউন্ডে হারের পর, পরের দুটো রাউন্ড জিতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ডি গুকেশের। ফলে সেন্ট লুইস র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিটজ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের শেষে যুগ্মভাবে তিন নম্বরে রইলেন ভারতীয় দাবাড়ু। কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ প্রথম রাউন্ডে মার্কিন দাবাড়ু লেভন আরোনিয়ানের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তবে পরের দুই রাউন্ডে তিনি গ্রেগরি ওপারিন এবং লিয়েম লে কোয়াংকে হারিয়ে দেন। এই জোড়া জয়ের ফলে চার পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে গুকেশ আপাতত তিন নম্বরে।

ক্ষুব্ধ ডোনারুমা

■ **প্যারিস** : পিএসজি ছাড়তে চান জিয়ানলুইজি ডোনারুমা। উয়েফা সুপার কাপের স্কোয়াড থেকে ইতালীয় গোলকিপারকে বাদ দিয়েছেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। আর এতেই ক্ষুব্ধ ডোনারুমা। জোর জল্পনা, পিএসজি ছেড়ে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন ইংল্যান্ডে। প্রিমিয়ার লিগের অন্তত দু'টি ক্লাব ডোনারুমাকে পেতে আগ্রহী বলে খবর। অথচ গত মরশুমে পিএসজির জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ফ্রেঞ্চ লিগ জিতেছেন ডোনারুমা। দু'টি খেতাব জয়েই ইতালীয় গোলকিপার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমস্যা হল, পিএসজির সঙ্গে ডোনারুমার চুক্তি রয়েছে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। ফরাসি ক্লাব আবার তাঁকে ছেড়ে দিতে একেবারেই আগ্রহী নয়।

বিরাট ভাই গ্রেট, তবে ক্রিকেট দলগত খেলা

বলছেন আকাশ দীপ

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আচমকাই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। যদিও দুই মহাতারকাকেই ছাড়াই ইংল্যান্ডে গিয়ে সিরিজ ২-২ ড্র করে এসেছে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া।

প্রশ্ন উঠছে, বিরাট থাকলে কি ভারত সিরিজ জিততে পারত? এই প্রসঙ্গে শুভমনের অন্যতম অস্ত্র আকাশ দীপ অবশ্য জানাচ্ছেন, ক্রিকেট ব্যক্তিগত নয়, দলগত খেলা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকাশ বলেছেন, ক্রিকেট দলগত খেলা। এটা ১১ জনের খেলা। এক জনের নয়। একদিন তো আমিও এই দলে থাকব না। অন্য কেউ খেলবে। কিন্তু দলের পরিবেশ একই থাকবে। এটাই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যান্ড সিরিজে ৩ টেস্টে ১৩ উইকেট নেওয়া ডানহাতি ভারতীয় পেসার আরও বলেছেন, বিরাট ভাই গ্রেট ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাও সবাই জানে। বিরাট ভাই যখন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন দল একটা পালাবদলের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল। এখন শুভমনের নেতৃত্বেও সেটাই হচ্ছে। অধিনায়ক হিসাবে শুভমন প্রথম সিরিজেই দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। দলের প্রত্যেকে ভাল পারফর্ম করেছে। এটাই সবথেকে বড় ব্যাপার। অন্য কিছু নিয়ে আমি ভাবতে চাই না। এদিকে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার আবার এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। বেঙ্গসরকারের বক্তব্য, আমি যদি প্রধান নির্বাচক হতাম, তাহলে বিরাটকে ইংল্যান্ড সিরিজে খেলার জন্য রাজি করাতাম। প্রয়োজনে ওকে বললাম, তুমি টেস্ট থেকে অবসর নিতে চাইছো ভাল কথা। তবে এই সিরিজটা খেলার পর অবসর নাও।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ১২ অগাস্ট : নেইমার দ্য সিলভাকে রেখেই বিশ্বকাপের ছক সাজাচ্ছেন কার্লো আনচেলোত্তি। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি তেমনটাই। চোটমুক্ত নেইমার স্যান্টোসের জার্সিতে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন। সিরি এ-তে ১০ ম্যাচে তিনটে গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের গোল করিয়েছেন আরও গোটা চারেক। সবথেকে বড় কথা, শেষ কয়েকটি ম্যাচে নব্বই মিনিট মাঠে ছিলেন। যা তাঁর শারীরিক ফিটনেসের প্রমাণ।

■ পুরনো ছন্দে ফিরছেন নেইমার।

আগামী ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর ফের বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে যথাক্রমে চিলি ও বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এই দু'টি ম্যাচের স্কোয়াডে নেইমারের থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনটা হলে ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে ব্রাজিলীয় তারকাকে। নেইমার নিজেও দেশের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

এদিকে, ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল বেছে নেওয়ার আগে অন্তত গোটা ছয়েক ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলবে ব্রাজিল। এমনটাই পরিকল্পনা রয়েছে কোচ আনচেলোত্তির। এর মধ্যে ১০ ও ১৪ অক্টোবর যথাক্রমে সিওলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং টোকিওতে জাপানের বিরুদ্ধে খেলবে ব্রাজিল। এছাড়া নভেম্বরে আফ্রিকার কোনও দেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা হবে। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী বছরের ১১ জুন। তার আগে মার্চে ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোটা তিনেক ম্যাচ খেলতে চাইছেন কোচ আনচেলোত্তি।

আবেগই নেই! দেশের ক্রিকেটে উদ্বেগ লারার

অ্যান্টিগা, ১২ অগাস্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের দুরবস্থা নিয়ে ময়নাতদন্তে নেমেছে ক্যারিবিয়ান বোর্ড। ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারা, ডেসমন্ড হেনসদের নিয়ে ক্রিকেট কমিটির জরুরি বৈঠকের নির্যাস, অন্তত ১০০ সমাধান দরকার। কিন্তু কীভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ ফেরানো সম্ভব, তার সঠিক রোডম্যাপ করতে গিয়েই দিশেহারা বোর্ড।

দু'দিনের বৈঠক শেষে কমিটির অন্যতম সদস্য কিংবদন্তি লারা বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং ইংল্যান্ড উপকৃত হয় তাদের খেলোয়াড়দের দেশের প্রতি আবেগ, আন্তরিকতা থেকে। আমাদের খেলোয়াড়দের সেটা কোথায়? এটা দুর্ভাগ্যজনক, নিকোলাস পুরানের মতো এক তরুণ মাত্র ২৯ বছরেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানছে। কেন এই জিনিসগুলি ঘটছে এবং কীভাবে আমরা এই পরিস্থিতিকে আটকাতে পারি, তা খুঁজে বের করতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার জন্য যাতে সেরা খেলোয়াড়দের খুঁজে নিতে হয়, তার জন্য সঠিক সিস্টেম দরকার।

লারা আরও বলেছেন, ক্রিকেটের এখন বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট প্রত্যেক তরুণ এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু আইপিএল, বিবিএল, এমএলসি থাকবে। তার মধ্যেই তরুণদের মধ্যে অনুপ্রেরণামূলক বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করতে হবে।

ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এনোখ লুইস বলেছেন, অনেক স্কুল এখন আর ক্রিকেট খেলছে না। যে কয়েকটি স্কুল খেলছে সেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে ক্রিকেটের মান এতটাই খারাপ যে, কোনও প্রতিভাই উঠে আসছে না। অনূর্ধ্ব ১৮-১৯ দলের ক্রিকেটাররা শুধু সেই স্তরে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। সিনিয়র দলে খেলার মানসিকতা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের গর্বের ইতিহাস তাদের অজানা। এই জায়গাতেই আমাদের কাজ করতে হবে। ছোটদের বোঝাতে হবে, আমাদের সোনালি অতীত এবং ঐতিহ্যকে।

ডুপ্লেসির রেকর্ড ভাঙলেন ব্রেভিস

ডারউইন, ১২ অগাস্ট : জাত চেনাচ্ছেন 'বেবি এবি' ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। তাঁর ঝোড়ো সেঞ্চুরির সৌজন্যে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৫৩ রানে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে, ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২০১৮ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রেভিস একাই অপরাজিত ১২৫ রান করেন। যা টি-২০ ফরম্যাটে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ব্রেভিস ভেঙে দিলেন ফাফ ডুপ্লেসির ১১৯ রানের রেকর্ড। তাঁর ৫৬ বলের ঝোড়ো ইনিংস সাজানো ছিল ১২টি চার ও ৮টি ছয় দিয়ে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ট্রিস্টান স্টাবসের ৩১ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৭.৪ ওভারে ১৬৫ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার করবিন বশ ও কোয়েনা মাফাকা তিনটি করে উইকেট দখল করেন। অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান করেন টিম ডেভিড (৫০)।

মায়ামিতে লা লিগার ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১২ অগাস্ট : লা লিগার আসন্ন মরশুমে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচটি বার্সেলোনা খেলতে চেয়েছে লিওনেল মেসির ক্লাব ভেনু মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে। তাদের এই অনুরোধ মেনে নিয়েছে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)। অপেক্ষা শুধু ফিফা এবং উয়েফার চূড়ান্ত সম্মতির। সেটাও দ্রুত মিলতে চলেছে বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ মিডিয়া। বার্সেলোনার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে ভিয়ারিয়ালও। সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি ভিয়ারিয়ালের ঘরের মাঠ এস্তাদিও দি লা সেরামিকায় হওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের ২০ ডিসেম্বর। নির্ধারিত দিনেই ম্যাচটি মায়ামিতে হবে।

■ মেসির শহরে খেলবেন ইয়ামালরা।

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রথমবার লা লিগার ম্যাচ হতে চলেছে মার্কিন মুলুকে। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ইতিমধ্যেই ম্যাচ মায়ামিতে আয়োজনে সম্মতি দিয়ে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দিয়েছে উয়েফা এবং ফিফার কাছে। ১১ অগাস্ট লা লিগার বোর্ড মেম্বারদের বৈঠকে বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় আরএফইএফ। ফলে লিগের ১৭তম ম্যাচটি মায়ামিতে করা নিয়ে কোনও জটিলতা থাকার কথা নয়।

আমেরিকায় লা লিগার ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। গত বছরই লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস জানিয়েছিলেন, ২০২৫-২৬ মরশুমে তাঁরা একটি ম্যাচ আয়োজন করতে চান মায়ামিতে। তার আগে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে অনেকদূর এগিয়েও ম্যাচ মার্কিন মুলুকে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এবার মেসির ক্লাব ভেনুতে লামিনে ইয়ামালদের ম্যাচ ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে উঠতে পারে।

চিনের গরমে মৃত্যু ইতালির অ্যাথলিট মাত্তিয়া দেবেরতোলিসের। ওয়ার্ল্ড গেমস চলাকালীন অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হন তিনি

রবিবারই হচ্ছে ডুরান্ডের ডার্বি

প্রতিবেদন : জল্পনার অবসান। কলকাতা ডার্বি হচ্ছে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেই। মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে রাতে ড্রয়ের মাধ্যমে শেষ আটের সূচি ঘোষণা করল ডুরান্ড কমিটি। রবিবার ১৭ অগাস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সন্ধ্যা ৭টায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। কলকাতা লিগে দুই প্রধানই পূর্ণশক্তির দল নামায়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ডুরান্ডেই হচ্ছে মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচ। একই দিনে ডুরান্ডের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বিকেল ৪টের সময় কলকাতার আর এক দল ডায়মন্ড হারবার এফসি খেলবে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। ডুরান্ড কাপে অভিষেকেই নক আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ডায়মন্ড হারবার। তবে জামশেদপুরের মাঠে খালিদ জামিলের দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে লুকা মাজসেনদের।

প্রথম দু'টি কোয়ার্টার ফাইনাল হবে শনিবার ১৬ অগাস্ট। ভারতীয় নৌসেনা দলের বিরুদ্ধে বিকেল ৪টেয় খেলবে শিলং লাজং এফসি। সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় কোকড়াঝাড়ে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড মুখোমুখি হবে প্রথমবার নক আউটে ওঠা বোরোল্যান্ড এফসি-র। তবে যাবতীয় আকর্ষণ রবিবাসরীয় ডার্বি নিয়ে। দুই প্রধান দুই গ্রুপের শীর্ষে থেকে শেষ আটে উঠলেও আয়োজকরা কোয়ার্টার ফাইনালেই ডার্বির ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল। সেটা হওয়ায় বড় ম্যাচের দামামা বেজে গেল। সম্ভাব্য ডার্বি মাথায় রেখেই প্রস্তুতি চলছিল মিগুয়েল ফেরেরা, জেমি ম্যাকলারেনদের। বুধবার থেকে প্রস্তুতি জোরদার হবে, ডার্বি উত্তাপে টিকিটের চাহিদাও বাড়বে।

ডায়মন্ড হারবারের সামনে জামশেদপুর

লিগের ম্যাচে জয়ের উচ্ছ্বাস ডায়মন্ডের ফুটবলারদের। মঙ্গলবার।

ডুরান্ডে নামার আগে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে কলকাতা লিগে দাপটে জয়ের সরণিতে ফিরল ডায়মন্ড হারবারের রিজার্ভ দল। মঙ্গলবার একপেশে ম্যাচে প্রতিপক্ষ ক্যালকাটা পুলিশকে উড়িয়ে দিল তারা। রাহুল পাসোয়ানরা জিতলেন ৪-০ গোলে। লিগে এখনও অপরাজিত ডায়মন্ড। ডায়মন্ড হারবারের চার গোলদাতা আকিব নবাব, নয়ন টুডু, বেঞ্জামিন লালনুনপুইয়া এবং আকাশ হেমব্রম। চার গোলে জিতে 'বি' গ্রুপের পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ডায়মন্ড হারবার। ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট তাদের।

সায়নের দাপটে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ৩ রেলওয়ে এফসি ০

গোল করে জোতাকে স্মরণ সায়নের

প্রতিবেদন : রেলকে বেলাইন করে কলকাতা লিগে গ্রুপ 'এ'-তে শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে রেলওয়ে এফসি-কে ৩-০ গোলে হারাল মশালবাহিনী। লাল-হলুদের জয়ের নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডার্বি জেতাতেও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন আসানসোলের তরুণ। এদিনও জোড়া গোল করে দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিয়ে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে এগিয়ে দিলেন সায়ন। গোল করে প্রয়াত দিয়েগো জোতাকে স্মরণ করেন তরুণ ফুটবলার। দলের তৃতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত নাসিব রহমান। ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট এখন ইস্টবেঙ্গলের। রেলের কোচ লাল-হলুদের প্রাক্তনী মেহতাব হোসেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর দলকে এখনও জেতাতে পারেননি। অবনমনের আওতায় থাকা রেলের ৯ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট।

এদিন প্রথম একাদশে সিনিয়র দলের সৌভিক চক্রবর্তী, ডেভিড লাললানসাঙ্গা, প্রভাত লাকড়া, পিভি বিষ্ণুকে রেখেছিলেন কোচ বিনো জর্জ। আধিপত্য নিয়ে খেলে প্রথমার্ধেই দু'গোল করে ফেলে ইস্টবেঙ্গল। ২৫ মিনিটে এগিয়ে দেন সায়ন। মিনিট তিনেক পর দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়ান এই বঙ্গসন্তান। খেলার শেষ লগ্নে নাসিব ৩-০ করেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ এসেছিল সায়নের কাছে। কিন্তু তিনি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

শীর্ষে ওঠার দিনে ইস্টবেঙ্গলের জন্য অস্বস্তি চাকু মান্ডির লাল কার্ড। ম্যাচে শেষ ২৫ মিনিটের উপর দশজনে খেলতে হয় বিনোর দলকে। ইস্টবেঙ্গল কোচ ম্যাচ জিতে বলেন, সায়ন হ্যাটট্রিক করলে ভাল লাগত। আমরা বাকি সব ম্যাচ জিততে চাই। ছন্দ ধরে রেখেই সুপার সিক্সে খেলা লক্ষ্য আমাদের। এদিন ম্যাচের পর দর্শকরা সৌভিকদের কাছে ট্রফির আবদার করেন।

আজ দল নামাবে না মোহনবাগান

প্রতিবেদন : ফের কলকাতা লিগ নিয়ে মোহনবাগান বনাম আইএফএ। ডুরান্ড কাপ শেষ না হলে কলকাতা লিগে খেলবে না মোহনবাগান। এই মর্মে গত ৮ অগাস্ট চিঠি দিয়ে আইএফএ-কে জানিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনও জবাব না আসায় সোমবার ১১ অগাস্ট রাতে মোহনবাগানের তরফে আইএফএ-কে আরও একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়, বুধবার অগাস্ট মেসারার্সের বিরুদ্ধে লিগের ম্যাচ খেলবে না তারা। আপাতত ক্লাব ডুরান্ড কাপে মনোনিবেশ করছে। ডুরান্ড শেষ হলেই লিগের ম্যাচ খেলবে দল। তাতে দুটো প্রতিযোগিতাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব। আইএফএ চিঠি দিয়ে মোহনবাগানকে জানিয়েছে, বুধবারের ম্যাচ পিছনো সম্ভব নয়। ডুরান্ড ও লিগের ম্যাচের মাঝে ৩ দিন সময় থাকছে। তাই বিশ্রামের সুযোগ থাকছে। না খেললে প্রতিপক্ষ বাকিটা লিগের নিয়ম অনুযায়ী হবে।

মোহনবাগানের বক্তব্য, কলকাতা লিগের স্কোয়াডের ১৬ জন ফুটবলারকে ডুরান্ড কাপের জন্য নথিভুক্ত করেছে ক্লাব। তার মধ্যে ৮-৯ জন খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ডুরান্ডকেই এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে ক্লাব। ডুরান্ডে আর তিনটি ম্যাচ খেলতে হতে পারে। টুর্নামেন্ট শেষ হলে ফের কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলবে দল। এতে ফুটবলাররাও বিশ্রাম পাবেন। এ কথাই আইএফএ-কে জানিয়েছে মোহনবাগান।

মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, ডুরান্ড কাপে আমাদের জুনিয়র দলের একাধিক ফুটবলার খেলছে। কলকাতা লিগ কি আমরা থার্ড টিম নিয়ে খেলব? কলকাতা লিগের মধ্যে ডুরান্ডকে কেন টুর্নামেন্ট করার অনুমতি দেওয়া হল? দুটো টুর্নামেন্ট একসঙ্গে চলতে পারে না। মোহনবাগান টিমের এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে দুটো টুর্নামেন্ট একসঙ্গে খেলার জায়গায় নেই আমরা। তাই ডুরান্ড শেষ হলেই লিগে খেলবে দল।

আমার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করুক চেন্নাই : অশ্বিন

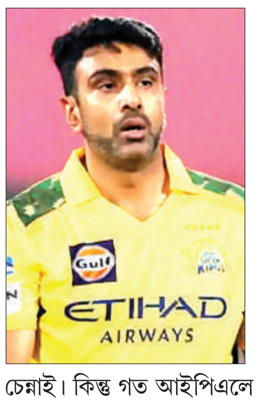

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : দল ছাড়ার জল্পনার মধ্যেই চেন্নাই সুপার কিংসকে বার্তা দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অভিজ্ঞ ভারতীয় স্পিনার সাফ জানাচ্ছেন, তাঁকে নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিক সিএসকে।

দীর্ঘ সাত বছর চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছিলেন অশ্বিন। এরপর পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলে গত বছর ফের সিএসকেতে ফিরেছিলেন। ২০২৫ সালের মেগা নিলামে অশ্বিনকে ৯.৭৫ কোটি টাকায় কিনেছিল চেন্নাই। কিন্তু গত আইপিএলে তাঁর পারফরম্যান্স প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র ৭টি উইকেট নেন অশ্বিন। সম্প্রতি জল্পনা ছড়ায়, চেন্নাই ছাড়ার কথা ভাবছেন অশ্বিন।

এই পরিস্থিতিতে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির উচিত, দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে নিজেদের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। আমি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে তিনটে বছর খেলেছি। প্রথম বছর শেষ হওয়ার পরেই টিমের সিইও আমাকে ইমেল পাঠান। সেখানে আমার পারফরম্যান্সের যাবতীয় তথ্য লেখা ছিল। সঙ্গে ছিল ম্যানেজমেন্টের বার্তাও। আমার কাছে ওদের কী প্রত্যাশা ছিল সেটা পরিষ্কার লেখা ছিল ওই বার্তায়। সেটা জানিয়ে ওরা চুক্তি নবীকরণ করে বা সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে নিলামে পাঠায়। চেন্নাইয়েরও উচিত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করা। আমাকে রাখা হবে না নিলামে তোলা হবে, এটা ওদের জানিয়ে দেওয়া উচিত।

এই হাসি থাকবে চিরকাল

সিএসজেসি-তে তপন-স্মরণ

প্রতিবেদন : একটা ছবি। তাই হৃদয় ছুঁয়ে গেল উপস্থিত সবার। ছবিটা তপন দামের। মাত্র ক'দিন আগে যিনি প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে ছিল তাঁর স্মরণ সভা। একে একে সবার মুখে উঠে এল তপনের হাসিভরা মুখের কথা। যা কখনও মলিন হয়নি। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। এদের অনেকের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। ছিলেন তপনের পরিবারের সদস্যরা। স্ত্রী রীনা দামের মুখে উঠে এল শেষের কটা দিন। পড়ে গিয়ে কোমরে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপর একটু সুস্থ হয়ে সাহায্য নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলেন। অত:পর এক সকালে অতর্কিতে ব্রেন স্ট্রোক। তাতেই সব শেষ। পরিবার আর কর্মস্থলের বাইরে তপনের সবকিছু ছিল ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। বিভিন্ন পদ সামলেছেন। মাঠ ঘুরে খবর করতেন। ভালবাসার জায়গা ছিল ছোট মাঠ। ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, সাঁতার, টিটি-সহ বিভিন্ন খেলা। ছোট মাঠের খবর করে অনাবিল আনন্দ পেতেন। সেসবই উঠে এল বক্তাদের কথায়।

বৈভবের পাশে বোর্ড

প্রতিবেদন : ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে সরে যাচ্ছেন সিনিয়ররা। তিন ফরম্যাটের মধ্যে দু'টিতেই নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। দু'জনের ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। বিরাট, রোহিতকে ছাড়াই ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ড্র রেখে ভারতীয় বোর্ডের চিন্তা কমিয়েছেন শুভমন গিলের নতুন ভারত। সাদা বলের ক্রিকেটেও এবার বিরাট, রোহিতের যোগ্য উত্তরসূরি তুলে আনতে উদ্যোগী বোর্ড। সেই লক্ষ্যেই ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীকে দ্রুত আন্তজাতিক ক্রিকেটের উপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এ বৈভবের জন্য বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ভারত 'এ' দলের সিরিজ রয়েছে। তার প্রস্তুতি হিসেবে শুধু বৈভবকেই বেঙ্গালুরুর অ্যাকাডেমিতে ডাকা হয়েছে। গত ১০ অগাস্ট থেকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছে বৈভব। সিনিয়রদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে তাকে। সাদা বলের ক্রিকেটে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করলেও লাল বলের ক্রিকেটে এখনও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি বৈভব। অস্ট্রেলিয়া সফরে 'এ' দল দু'টি বেসরকারি টেস্ট খেলবে। তারজন্য বৈভবকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

বৈভবের কোচ মণীশ ওঝা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, বোর্ড সামনের দিকে তাকাচ্ছে। সিনিয়ররা ধীরে ধীরে অবসর নিচ্ছে। ফলে জাতীয় দলে ফাঁক তৈরি হচ্ছে। ফাঁক ভরাট করতেই তরুণদের তৈরি রাখা হচ্ছে। বিশেষ প্রতিভাবান বৈভবের তৈরি হওয়ার জন্য এই কারণেই আলাদা ব্যবস্থা করেছে বোর্ড।

মাঠে ময়দানে
13 August, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসি-র জুলাই মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন শুভমন গিল

বার্মিংহামের ২৬৯ রানের ইনিংসই সেরা : শুভমন

দুবাই, ১২ অগাস্ট : এজবাস্টন টেস্টের ডাবল সেঞ্চুরি তিনি কোনও দিনই ভুলতে পারবেন না। সাফ জানালেন শুভমন গিল। ইংল্যান্ড সিরিজে ব্যাট হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসাবে আইসিসি-র জুলাই মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন শুভমন। পাঁচ টেস্টের ১০ ইনিংসে ৭৫.৪০ গড়ে মোট ৭৫৪ রান করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে চারটি সেঞ্চুরিও। তবে সবার আগে এজবাস্টনের ২৬৯ রানের ইনিংসকে রাখছেন ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক।

মঙ্গলবার আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমন বলেছেন, আইসিসির মাসের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়ে দারুণ লাগছে। এটা আরও স্পেশাল কারণ এই পারফরম্যান্স আমি করেছি টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে নিজের অভিষেক সিরিজে। সত্যি কথা বলতে কী, বার্মিংহামের ডাবল সেঞ্চুরি আমি আজীবন মনে রাখব। ইংল্যান্ডের সফরে আমার ব্যক্তিগত সাফল্যের ওটাই ছিল সেরা মুহূর্ত।

পিছিয়ে পড়েও সিরিজ ২-২ ড্র করে দেশে ফিরেছেন শুভমন। ওভালে শেষ টেস্টের শেষ দিনে অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। যা বাড়তি তৃপ্তি দিচ্ছে শুভমনকে। গর্বিত ভারত অধিনায়ক বলছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে অধিনায়ক হিসাবে অনেক কিছু শিখেছি। দুটো দলই গোটা সিরিজে অসাধারণ এবং সর্বোচ্চ স্তরের ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, দুটো দলের খেলোয়াড়রাই বহুদিন এই সিরিজ মনে রাখবে। আমি নিজেও আমার সতীর্থদের জন্য গর্বিত। শুভমনের সংযোজন, মাসের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারের জন্য আরও একবার জুরিদের ধন্যবাদ। সতীর্থদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ওদের জন্যই অসাধারণ একটা টেস্ট সিরিজের সাক্ষী থাকতে পেরেছি। নিজের এই ফর্ম আগামী দিনেও বজায় রাখতে চাই। দেশকে আরও অনেক গর্বের মুহূর্ত উপহার দিতে চাই।

এজবাস্টনে ডাবল সেঞ্চুরির পর শুভমন। ফাইল চিত্র

প্রসঙ্গত, শুভমনের সঙ্গে মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডার। তবে জুলাই মাসে তিন টেস্টে ৯৪.৫০ গড়ে মোট ৫৬৭ রান করার সুবাদে বাকিদের টেক্কা দিলেন শুভমন। এই নিয়ে গত দু'বছরে চতুর্থবার আইসিসির মাসের সেরার পুরস্কার পেলেন তিনি।

রেকর্ড হবে ধোনির বয়ান

চেন্নাই, ১২ অগাস্ট : ১১ বছর আগে মামলা করেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ২০১৪ সালে দায়ের হওয়া সেই মামলার শুনানি অবশেষে শুরু হতে চলেছে। ১০০ কোটি টাকার এই মানহানি মামলায় ধোনির বয়ান রেকর্ড করার নির্দেশ দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। ২০১৪ সালে দুই সংবাদমাধ্যম এবং এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন ধোনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের অভিযোগ, ২০১৩ সালে এক অনুষ্ঠানে আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে তাঁর নাম নেওয়া হয়েছিল। এতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে। প্রসঙ্গত, গড়াপেটার অভিযোগে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসকে দু'বছরের জন্য আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু গড়াপেটায় তাঁর নাম নেওয়াতে ক্ষুব্ধ ধোনি সরাসরি মাদ্রাজ হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেন। শুরুতে জানা গিয়েছিল, ধোনি সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। কিন্তু ধোনিকে দেখার জন্য আদালতে উৎসাহী জনতা ভিড় জমাতেন। তাতে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে। তাই তাঁর বয়ান রেকর্ড করা নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

সিরাজের ফিটনেস রহস্য জানতে চাই

বলছেন মুগ্ধ গাওয়ার

লন্ডন, ১২ অগাস্ট : ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শেষ হলেও, মহম্মদ সিরাজে এখনও আচ্ছন্ন ডেভিড গাওয়ার। ৫ টেস্টে ২৩ উইকেট নেওয়া ভারতীয় পেসারের শুধু পারফরম্যান্সই নয়, গাওয়ার মুগ্ধ সিরাজের ফিটনেসেও।

উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, আমি শুধু জানতে চাই, ফিটনেস ধরে রাখার জন্য সিরাজ কী করে। কী খায়? কোনও বিশেষ পানীয় কি ব্যবহার করে? সেটা জানতে পারলে আমি ইংল্যান্ডের বোলারদেরও ওই পানীয় পান করার পরামর্শ দেব। আমাকে সবথেকে বেশি অবাক করেছে, পাঁচ টেস্টেই সিরাজের অসামান্য ধারাবাহিকতা। একই উদ্যমে বল করে গিয়েছে। মানছি, পরিবেশ ও পরিস্থিতি জোরে বোলারদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে তিরিশ ওভারেরও বেশি বল করেছে! একবারও ক্লান্ত দেখায়নি। একবার হাল ছাড়েনি। থামার কথাও ভাবেনি।

গাওয়ার আরও বলেছেন, সিরাজের ফিটনেস তো এক কথায় দুর্দান্ত। এদিকে দেখুন, গত কয়েক বছর ধরে ফিটনেস ইংল্যান্ডের জোরে বোলারদের বড় সমস্যা। কিছুতেই ওদের ফিট রাখা যাচ্ছে না। ফলে পূর্ণশক্তির পেস আক্রমণ নিয়ে মাঠে নামাও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ একটা ভারতীয় ছেলে অনায়াসে পাঁচটা টেস্টের সিরিজ খেলে দিল। একজন জোরে বোলারের টানা পাঁচটা টেস্ট খেলার ধকল নেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু সিরাজ এই কঠিন কাজটাই কী সহজে করে দেখাল। মহম্মদ আজহারউদ্দিন আবার মনে করেন, সিরাজের ফিটনেস রহস্য লুকিয়ে রয়েছে দুই মোগলাই খানায়! আজহারের বক্তব্য, সিরাজ দুরন্ত খেলছে। এর জন্য নাল্লি বিরিয়ানি ও পায়াকে ধন্যবাদ। এই দুটো খাবারের জন্যই ওর শরীর মজবুত হয়েছে। বিশেষ করে পা অনেক শক্তপোক্ত হয়েছে।

এদিকে, ওভালে সিরাজ যে বলে গাস অ্যাটকিনসনের অফস্টাম্প ছিটকে দিয়ে ভারতকে নাটকীয় জয় উপহার দিয়েছিলেন, সেই বল ভুলতে পারছেন না কুমার ধর্মসেনা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার ওভাল টেস্টে সিরাজের ওই ডেলিভারির সময় ছিলেন আম্পায়ার। সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে ধর্মসেনা লিখেছেন, স্টেডিয়ামের সবথেকে সেরা জায়গা থেকে এই দুর্দান্ত বলটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

দলীপে খেলে সতীর্থদের বার্তা শুভমনের : সানি

মুম্বই, ১২ অগাস্ট : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক টেস্টে লেটার মার্কস নিয়েই পাস করেছেন শুভমন গিল। দেশে ফিরে বিশ্রাম না নিয়ে নিয়ে ফের ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে পড়ছেন শুভমন। আসন্ন দলীপ ট্রফিতে তিনি উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন। এর জন্য শুভমনের তারিফ করেছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, শুভমনের এই সিদ্ধান্ত জাতীয় দলের বাকি ক্রিকেটারদের জন্য ইতিবাচক বার্তা।

গাভাসকরের বক্তব্য, শুভমনের দলীপ ট্রফি খেলা, টুর্নামেন্টের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সতীর্থদের সঠিক বার্তা দেবে। বাকিরাও বুঝতে পারবে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলে, ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করো। ছ'সপ্তাহে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলার পরেও বিশ্রাম না নিয়ে শুভমন দলীপ খেলতে নেমে পড়ছে। এতেই বোঝা যায়, ক্রিকেটের প্রতি ও কতটা নিবেদিত প্রাণ।

একই সঙ্গে ভারতীয় পেসারদের দলীপ ট্রফিতে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন সানি। তিনি বলেছেন, জোরে বোলারদের দলীপে বিশ্রাম দিয়ে ঠিক কাজ করেছে বোর্ড। কারণ সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে ওদের বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়েছে। পাঁচ টেস্টে শুধু টানা বোলিংই নয়, এবার ইংল্যান্ডে খুবই গরম ছিল। তাতে জোরে বোলারদের বাড়তি শক্তি ক্ষয় হয়েছে। এই বিশ্রাম ওদের প্রয়োজন ছিল।

প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত

মুম্বই, ১২ অগাস্ট : নজরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। মঙ্গলবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। এদিন মুম্বইয়ে জাতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে ঘাম ধরাতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে বারত। ম্যাচ যথাক্রমে পারথ, অ্যাডিলেড ও সিডনিতে। জোর চর্চা, এই সিরিজের পরেই একদিনের ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন রোহিত এবং বিরাট কোহলি।

বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে পারো না

বুমরাকে তোপ আজহারের

হায়দরাবাদ, ১২ অগাস্ট : সুনীল গাভাসকর, সন্দীপ পাতিল, দিলীপ বেঙ্গসরকারের পর এবার মহম্মদ আজহারউদ্দিন। সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের সব ক'টি ম্যাচ না খেলার জন্য জসপ্রীত বুমরার সমালোচনা করলেন আরও এক প্রাক্তন তারকা। কোনও রাখঢাক না করেই আজহার জানিয়েছেন, দলের নির্বাচিত কোনও ক্রিকেটার বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে পারে না।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটির বেশি টেস্ট খেলেননি বুমরা। ওই তিন টেস্টে তিনি ১৪

উইকেট নিয়েছিলেন। আজহার বলছেন, যদি কোনও চোট সমস্যা থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার এবং বোর্ডকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, যদি তুমি দলে নির্বাচিত হয়ে থাকো, তাহলে বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে পারো না। টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি থাকবেই। কিন্তু সেটা তোমাকেই ম্যানেজ করতে হবে। বিশেষ করে, তুমি যখন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

এখানেই না থেমে আজহারের সংযোজন, মাথায় রাখতে হবে তুমি দেশের হয়ে খেলছো। আমাদের সৌভাগ্য যে, বুমরাকে ছাড়াই দুটো টেস্ট ম্যাত জিতেছি। ওর অনুপস্থিতিতে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ ও আকাশ দীপ নিজেদের ছাপিয়ে গিয়ে বাড়তি দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু যদি তেমনটা না হত। যদি সিরিজের শেষ টেস্টে বুমরার অনুপস্থিতি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াত? তাহলে কী হত?